দেশের.....
পৃ. ৫

জনমত

দেশের.....
পৃ. ৫

www.?????
১ম বর্ষ | সংখ্যা ১ | পৃষ্ঠা ৮
বুধবার ৩০ এপ্রিল ১০১৫ | ১৬ বৈশাখ ১৪৩২

'জয় জগন্নাথ'

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীঘার সমুদ্র সৈকতে সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটাই আওয়াজ "জয় জগন্নাথ"।

বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্ন। আর এই শুভ লগ্নেই বহু প্রতীক্ষিত দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধন। যে মাহেন্দ্রক্ষনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে গোটা রাজ্য। ভক্ত ও ভগবানের মেলবন্ধনের মাধ্যমে যে মন্দির এখন আধ্যাত্মিকতা ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতির মিশেলে তৈরি হওয়া দীঘার এই আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্রের ভরকেন্দ্র। মঙ্গলবার বিকেলেই মহাযজ্ঞে অংশ নিয়ে পুণ্যাহুতি দিয়ে ঐতিহ্যের জয়ডঙ্কা বাজিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে।

পুণ্যাহুতি শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "তীর্থস্থান কারো একার নয়। ধর্ম সবার জন্য। পুজো দেওয়ার জন্য পুরোহিত আমার গোত্র কি তা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি আমি আমার গোত্রে পুজো দেই না। আমার গোত্র মা-মাটি-মানুষ।"

আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা। বুধবার সকাল থেকেই গোটা সমুদ্র সৈকত জুড়ে আওয়াজ উঠবে, "জয় জগন্নাথ"। মঙ্গলবার জগন্নাথ মন্দিরের

মহাযজ্ঞকুন্ডে মুখ্যমন্ত্রী পুণ্যাহুতি দেওয়ার পরই শুরু হয় নানা আচার-উপাচার। জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে পুণ্য স্নান করিয়ে সুসজ্জিত খাটে শয়ন করানো হয়। বুধবার সকালে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন পুরীর জগন্নাথ ধামের সেবাইত রাজেশ দয়িতাপতি। প্রানপ্রতিষ্ঠার পর মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করে মন্দির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী পর্ব সাঙ্গ হলে জগন্নাথ মন্দির পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হবে ইস্কনের হাতে। মন্দিরের পরিচালন ভার মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে গ্রহণ করবেন ইসকনের সহ-সভাপতি। রাধারমন দাস। পুরীর মন্দিরের যাবতীয় আচার- আচরণের পাশাপাশি গৌড়ীয় বঙ্গ রীতিনীতিতেও দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের আচার-আচরণ পালন করা হবে। উল্লেখযোগ্য দীঘার এই জগন্নাথ মন্দির তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থা হিডকো-কে। হিটকোর পক্ষ থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই মন্দিরের পরিচালন ভার তুলে দেওয়া হবে ইসকনের হাতে।

মঙ্গলবার থেকেই দিঘায় প্রচুর মানুষের ঢল নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন যে মহা কুম্ভের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দীঘায় যাতে না হয় সেদিকে কড়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী করা নিরাপত্তার মুড়ে ফেলা হয়েছে দীঘা সৈকত শহরকে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী যত মানুষের সমাগমের আশা করা হয়েছিল বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি এই মন্দিরের উদ্বোধনী পর্বে ভক্ত সমাগম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সে কারণেই দীঘা সমুদ্র সৈকত সহ গোটা শহর জুড়ে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনি বেড়েছে সিসি ক্যামেরার সংখ্যাও। মূল অনুষ্ঠান স্থলে যাতে অতিরিক্ত মানুষের ভিড় না হয় সে কারণে রাজ্যের ব্লকে ব্লকে জায়ান্ট স্ক্রিনে এই উদ্বোধনী পর্ব সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করেছে রাজ্য প্রশাসন। দিঘা শহর জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে জায়ান্ট স্ক্রিন বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই দীঘায় ঢোকার বিভিন্ন রাস্তায় যার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন প্রায় দু কিলোমিটার এলাকায় সাধারণ যানবাহন ধোকা বেরোনোই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রদেশের বিভিন্ন গুণীজনেরা দীঘায় উপস্থিত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই দিঘার জগন্নাথ মন্দির অঙ্গনে চলেছে মহাযজ্ঞ। ১০০ কুইন্টাল আমকাঠ ও বেলকাঠ এবং দুই কুইন্টাল ঘি দিয়ে করা হয়েছে যজ্ঞের আয়োজন। মহাযজ্ঞ ও পুজোর আয়োজনের তদারকি করেন পুরীর জগন্নাথধামের সেবাইত রাজেশ দয়িতাপতি। আর সমস্ত রীতি ও আচার-আচরণ পরিচালনায় রয়েছেন ইস্কনের রাধারমণ দাস। এই দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে সকাল থেকে জগন্নাথ মন্দিরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার তদারকি করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে হাইপ্রোফাইল বৈঠক

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে আলাদা বৈঠক শাহের

দিল্লি, ২৯ এপ্রিল— দফায় দফায় চলছে বৈঠক।পহেলগাঁও হামলার প্রত্যাঘাতে বড় কোনও পদক্ষেপের পথেই যাচ্ছে ভারত? মঙ্গলবার পহেলগাঁও নিয়ে জোড়া বৈঠক করছেন মোদী এবং শাহ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাড়িতে বসল হাই প্রোফাইল নিরাপত্তা বৈঠক। ৭ নম্বর লোককল্যাণ মার্গের জরুরি বৈঠকে উপস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধান।সূত্রের খবর, পহেলগাঁও হামলা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেই বৈঠক ডেকেছেন মোদী। অন্য দিকে, অমিত শাহও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করছেন।

মঙ্গলবারই পহেলগাঁও হামলার এক সপ্তাহ পূরণ হয়েছে। এই হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের জরুরি বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সোমবারও এই একই ধরনের বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। সোমবারই জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসেছিলেন মোদী। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরে কী জবাব দেবে ভারত? এই প্রশ্ন নিয়েই চর্চা চলছে গোটা দেশে? আগামী দিনের রণকৌশল স্থির করতে বুধবারও হাই প্রোফাইল বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে এই বৈঠকেও থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান প্রমুখ।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। প্রথমে এই ঘটনার দায় জঙ্গিগোষ্ঠী ' লস্কর-ই- তোইবার'র 'ছায়া সংগঠন' টিআরএফ স্বীকার করলেও পরে দায় অস্বীকারও করে তারা। তবে ভারত পহেলগাঁও হামলার জন্য পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলে একাধিক পদক্ষেপও করেছে নয়াদিল্লি। সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। ভারত থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের। যদিও এই এই হামলার দায় বা যোগ প্রথম থেকেই অস্বীকার করে আসছে পাকিস্তান। 'নিরপেক্ষ তদন্তেরও' দাবি জানিয়েছে তারা। শুধু তা-ই নয়, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানও কিছু পদক্ষেপ করেছে। ভারতীয় বিমানের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামাবাদ।

জানা গিয়েছে, মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ বৈঠকে বসবে। এরপর নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি এবং রাজনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভার কমিটি প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বৈঠক করবে। এই বৈঠকে অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, অজিত ডোভাল, অনিল চৌহানের পাশাপাশি পর্যটনমন্ত্রী নীতীন গড়করি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও থাকতে পারেন। এই বৈঠকে শেষে মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটির আলাদা করে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

মেছুয়ার বহুতলে আগুন, মৃত এক, অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা!

নিজস্ব প্রতিনিধি—মধ্য কলকাতার মেছুয়ার ফলপট্টির একটি বহুতলে মঙ্গলবার আগুন লাগে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত দমকলের ১০টি ইঞ্জিন গিয়েছে ঘটনাস্থলে। এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মেছুয়া এমনিতেই ঘিঞ্জি এলাকা। এই সব এলাকায় একবার আগুন লাগলে, তা মারাত্মক আকার নেওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এমনই হয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। মদন মোহন বর্মন স্ট্রিটের একটি হোটেলে এই আগুন লেগেছে বলে শোনা গিয়েছে। বহুতল এই বাড়িটির বহু ঘরেই অনেক আবাসিক রয়েছেন। তাঁদেরই একজন মারা গিয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর পরে দমকল কর্মী এবং পুলিশের তরফে বার বার অনুরোধ করা হয়, কেউ যেন আতঙ্কিক হয়ে না পড়েন। তার পরেও একজন ভয় পেয়ে উপর থেকে ঝাঁপ মারেন। তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

দমকল কর্মীদের তরফে কয়েক জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলেও শোনা গিয়েছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, বাড়িতে এখনও অনেকে আটকে রয়েছেন। এর পাশাপাশি আরও একটি ভয় রয়েছে। ওই এলাকাটি ঘিঞ্জি বলে আগুন আশপাশের বাড়ি এবং দোকানে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। সেটা আটকানোর চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ, মন্দির উদ্বোধনে থাকবেন সস্ত্রীক দিলীপ, আমন্ত্রিত শুভেন্দুও

নিজস্ব প্রতিনিধি— বুধবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। শুধু দিলীপ ঘোষই নয় দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি দাহ রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত দলের পদাধিকারীরা বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারেন বলেও জানা গেছে। তবে নববিবাহিত ঘোষ দম্পতিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গেছে দিলীপ ঘোষকে এই উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত থাকতে বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে। তবে দীঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের এই সরকারি অনুষ্ঠানে সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, মহাম্মদ সেলিম, শুভঙ্কর সরকাররা উপস্থিত থাকবেন কি না তা নিয়ে নিশ্চয়তা না মিললেও নববিবাহিত ঘোষ দম্পতি উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা প্রবল বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। যেহেতু এটি একটি সরকারি অনুষ্ঠান তাই সরকারি প্রটোকল মেনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের অধাধিকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাজ্য সরকার বলে খবর। যদিও দুদিন আগেই শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা হওয়া সত্বেও এই সরকারি অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অবশ্য আগামীকাল কাঁথিতে যে সনাতনী ধর্ম সম্মেলন আয়োজিত হতে চলেছে সেখানে শুভেন্দু অধিকারী হাজির থাকতে পারেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

কাশ্মীর হামলার জবাব, সেনাবাহিনীকে 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' : প্রধানমন্ত্রী

দিল্লি, ২৯ এপ্রিল— সূত্র অনুযায়ী, পাহেলগাও সন্ত্রাসী হামলার জবাবে সামরিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী কীভাবে, কোথায় এবং কখন আঘাত হানবে, সে বিষয়ে 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহানের সঙ্গে বৈঠকের সময় এই বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী।এই তথ্য দিয়েছে এনডিটিভি।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী পুনরায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার" এবং এই লড়াইয়ে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর "সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" রাখেন। বৈঠকের কিছুক্ষণ পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছান। সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাহেলগাম হামলার দায়ীদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার দফায় দফায় বৈঠক চলে রাজধানীতে। মঙ্গলবার পহেলগাঁও নিয়ে জোড়া বৈঠক করছেন মোদী এবং শাহ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাড়িতে বসল হাই প্রোফাইল নিরাপত্তা বৈঠক। ৭ নম্বর লোককল্যাণ মার্গের জরুরি বৈঠকে উপস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধান।সূত্রের খবর, পহেলগাঁও হামলা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেই বৈঠক ডেকেছেন মোদী। অন্য দিকে, অমিত শাহও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করছেন।

মঙ্গলবারই পহেলগাঁও হামলার এক সপ্তাহ পূরণ হয়েছে। এই হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের জরুরি বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সোমবারও এই একই ধরনের বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। সোমবারই জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসেছিলেন মোদী। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরে কী জবাব দেবে ভারত? এই প্রশ্ন নিয়েই চর্চা চলছে গোটা দেশে? আগামী দিনের রণকৌশল স্থির করতে বুধবারও হাই প্রোফাইল বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে এই বৈঠকেও থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান প্রমুখ।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। প্রথমে এই ঘটনার দায় জঙ্গিগোষ্ঠী ' লস্কর-ই- তোইবার'র 'ছায়া সংগঠন' টিআরএফ স্বীকার করলেও পরে দায় অস্বীকারও করে তারা। তবে ভারত পহেলগাঁও হামলার জন্য পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলে একাধিক পদক্ষেপও করেছে নয়াদিল্লি। সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। ভারত থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের।

মন্দির উদ্বোধনের দিনেই কাঁথিতে সনাতনীদের ধর্ম সম্মেলনে অনুমতি

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীঘায় যখন জগন্নাথ মন্দিরের কাউন্টডাউন শুরু ঠিক তখনই কাঁথিতে সনাতনী ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করল সনাতনী সংস্কার অনুশীলন সেবা ট্রাস্ট।

কাঁথির একটি বেসরকারি জায়গায় এই ধর্ম সম্মেলন এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশি অনুমতি না মিললে জল গড়ায় হাইকোর্টে। দুপক্ষের সওয়াল জবাব শেষে ধন্য সম্মেলন করার শর্তাধীন অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একসঙ্গে ৩০০০ ভক্ত ঢুকতে পারবে, ভালোবাসা পর্যাপ্ত পানীয় জল, বায়ো টয়লেট সহ পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ব্যবস্থা রাখতে হবে আয়োজকদের। সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা সহ নিলেন পক্ষে কুড়ি জন স্বেচ্ছাসেবকের টেলিফোন নাম্বার কাঁথি থানায় জমা রাখতে হবে যাতে কোন সমস্যা হলে দ্রুত পুলিশ যোগাযোগ করতে পারে। নির্দেশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী কর্মসূচির দিনে এই ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে পুলিশি নিরাপত্তায় খামতির কথা বলা হলেও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে দায়িত্ব নিতে হবে পুলিশকেই।

একদিকে যখন আগামীকাল দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজকীয় আয়োজন ঠিক একই দিনে কাঁথির একটি বেসরকারি জায়গায় বিরাট ধর্ম সম্মেলন এর আয়োজন করতে চায় সনাতনী সংস্কার অনুশীলন সেবা ট্রাস্ট।

যেহেতু দিঘার কাছেই অবস্থিত কাথিতে এত বড় সম্মেলন হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়া এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা মুশকিল হবে সেই কারণ দেখে এই ধর্ম সম্মেলন করার অনুমতি দেয়নি কাঁথি থানার পুলিশ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এলাকা কাঁথিতে এই ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি না মেলায় একদিকে যেমন রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেড়েছে অন্যদিকে তার জল গড়ায় হাইকোর্টেও। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের এই সম্মেলন হলে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা পানীয় জল সরবরাহ থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা অথবা দুর্ঘটনার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পুলিশি ব্যবস্থা শান্তির কথা আদালতে জানান রাজ্যের আইনজীবী। একই জেলার মধ্যে দীঘায় আন্তর্জাতিক মানের একটি রাজ্য সরকারি অনুষ্ঠান থাকায় গোটা পূর্ব মেদনীপুর জেলা পুলিশ সেখানে ব্যস্ত রয়েছেন। আর্থিক ওই দিনেই দিঘার কাছেই কাঁথিতে এই ধরনের সম্মেলন। আয়োজনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় রাজ্যের পক্ষ থেকে। যদিও আয়োজকদের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান যেহেতু বেশিরভাগ মানুষই স্থানীয় বাসিন্দা তাই অনুষ্ঠানস্থলে গাড়ি রাখার প্রয়োজন হবে না। কাঁথির নাম শুনেই যখন রাজনৈতিক সংস্রবের প্রশ্ন ওঠে তখন আয়োজকদের আইনজীবী জানান এই সম্মেলন বা আয়োজকদের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর কোন যোগ নেই। তবে কাঁথির বাসিন্দা হিসেবে তিনি যদি এই সনাতনীদের সভায় আসতে চান তাহলে আসতেই পারেন। দিনভর প্রায় ৫০ হাজার সনাতনীদের সমাগম হলেও একসঙ্গে সেখানে পাঁচ হাজার মানুষের উপস্থিতি থাকবে বলেও জানান আয়োজকদের আইনজীবী। যদিও বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ একসঙ্গে তিন হাজার মানুষকে নিয়ে সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত এই সনাতনী সম্মেলনের আয়োজনের অনুমতি দেন।

এদিকে কাঁথিতে সনাতনী ধর্ম সম্মেলন নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার তৎপরতা রাজ্যের। প্রধান বিচারপতির সচিবালয় রাত আটটা পর্যন্ত তদ্বির করেও কোন ডিভিশন বেঞ্চে আপিল জমা করতে পারল না রাজ্যের আইনজীবীরা। প্রাথমিকভাবে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও বিচারপতি সেন এই আপিল গ্রহণে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির সচিবালয় থেকে জানানো হয়, কাল সকালে আদালত খুললেই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানাতে হবে। যদিও সকাল সাতটা থেকে এই সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা কাঁথিতে। ইতিমধ্যেই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ এই ধর্ম সম্মেলন করার অনুমতি দিয়েছেন।

এসে গেল মাহেন্দ্রক্ষণ, রাজ্য জুড়ে শুধুই জয় জগন্নাথ

অভিজিৎ বসু

চারিদিকে শুধু দীঘা মন্দিরের ছবি আর ছবি। চারিদিক জুড়েই জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখরিত আকাশ বাতাস। গোধূলি বেলায় জগন্নাথ মন্দিরকে সাক্ষী রেখে সূর্যের অস্তাচলে চলে যাওয়া। সমুদ্রের নোনা জলে তখন মিঠে রোদের ছায়া মাখা গোধূলি গড়াগড়ি খাচ্ছে। দুরে মন্দিরের ভিতর অপেক্ষার প্রহর গুনছেন প্রভু জগন্নাথ চুপটি করে মিটমিট করে মুচকি হাসছেন তিনি, এই সব কিছুর আয়োজন দেখে। রাত পোহালেই যে আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

বুধবার দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগে মঙ্গলবার মন্দিরের শীর্ষচুড়োতে উড়ল ধ্বজা। মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে ধ্বজা নিয়ে চুড়োয় উঠে ধ্বজাস্থাপন হল। করজোড়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি ঊর্ধ্বে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। ঠিক সেই হীরক রাজার দেশে সিনেমার দৃশ্যে সেই রাজার মূর্তিস্থাপন এর মতই যেনো বিষয়। সেই আমলে শুরু হয়েছিল হীরকাব্দ। জানি না এই মা মাটি মানুষের আমলে কোন অব্দের আবার সূচনা হবে। সেই নতুন অব্দে আর কী কী ঘটনা ঘটবে।

তবে এটা তো ঠিক যেনো এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করা। যে ইতিহাস স্থাপন করা হবে আর এক রাতের পরেই। যে ইতিহাস তৈরীর কারিগর হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরী ধামে গিয়ে আর জয় জগন্নাথ বলে মাথা ঠুকতে হবে না আমাদের। দীঘার সমুদ্রের ঢেউ সামলে নিয়ে স্নান সেরে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে দর্শন করে পুণ্য অর্জনের প্রশস্ত রাস্তা। যে রাস্তা তৈরির কারিগর হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিছু দিন আগেই যেমন সারা দেশ জুড়ে হৈ চৈ হুল্লোড় করে রামের মূর্তি স্থাপন করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হলো। একভাবেই নানা আয়োজন করে সেই ত্রেতা যুগের রামকে স্মরণ করে তাঁর প্রতিষ্ঠা হলো। দেশের প্রধানমন্ত্রী রামকে স্মরণ করেই দেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করে দেবার চেষ্টা করলেন। দেশ জুড়ে রামমন্দির দর্শনের হিড়িক পড়ে গেলো।

ঠিক তেমনি করেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এর মন জয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নতুন প্রজেক্ট। হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলা। যে হিন্দুত্ব আর এস এস এর পেটেন্ট বলেই অভিহিত হয় সারা দেশ জুড়ে। যে হিন্দুত্ব বিজেপির একমাত্র ভরসা। যে হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব স্লোগান দিয়ে দিন কাটে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে পদ্মফুলে যোগ দেওয়া শুভেন্দু অধিকারীর। যিনি মনে করেন হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরে একমাত্র রাজ্যে পরিবর্তন সম্ভব।

আর সেটা বুঝতে পেরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমুদ্রের তীরে গড়ে ফেললেন জগন্নাথ দেবের মন্দির কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে। যে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা হিন্দুদের অতি প্রিয় দেবতা। যে হিন্দু আর মুসলমান নিয়ে এখনও ভোটের বাজারে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ভাবে ঘুরে বেড়ানো রাজনীতির লোকজন তাঁদের ব্যবহার করেন ভোটের সময়। আর তাই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কিছুটা মুসলিম তোষণ আর কিছুটা হিন্দু সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে হোক না জগন্নাথ এর মন্দির প্রতিষ্ঠা। হোক না হাত হীন প্রভু জগন্নাথ এর মাধ্যমে ভোটের বৈতরণী পার হওয়া।

ক্ষতি কি তাতে সেই শিক্ষা , সংস্কৃতি , কর্মসংস্থান, আর জি কর, অভয়া, যোগ্য আর অযোগ্যদের চাকরি নিয়ে আন্দোলন, রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য কারখানা, এসব না হয় লাটে উঠেছে, এসব নিয়ে ভাবার সময় অনেক আছে। এখন শুধুই হিন্দুত্বের লড়াই । হিন্দুত্ব কে আঁকড়ে ধরে নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় ফলাও প্রচার করে এগিয়ে চলা। সমুদ্রের নোনা জলে ভাসতে ভাসতে প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ প্রনামী বাক্সের মত ব্যালট বাক্সও ভরে তুলবে তো !

জন্মদিনের পার্টিতে নামী স্কুলের ছাত্রীকে 'গণধর্ষণ', ৫ মাস পর গ্রেপ্তার ৩

জন্মদিনের পার্টিতে দক্ষিণ কলকাতার নামী স্কুলের ছাত্রীকে 'গণধর্ষণ'। প্রায় পাঁচ মাস পর গ্রেপ্তার তিন অভিযুক্ত। ঠিক কী ঘটেছিল ওই রাতে, তা জানতে নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। দোষীদের কড়া শাস্তির আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার একটি নামী স্কুলের ছাত্রী নাবালিকা। বাবা থাকতেন বিদেশে। সূত্রের খবর, গতবছর নভেম্বরে ছাত্রীর বন্ধুরা খাস কলকাতার একটি বিলাসবহুল বহুতলের গেস্ট হাউসে জন্মদিন উপলক্ষে পার্টির আয়োজন করেছিল। সেখানেই যায় নাবালিকা। অভিযোগ, সেখানে তাকে মদ্যপান করানো হয়। নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে একে একে তিনবন্ধু (তিনজনই কলেজ ছাত্র) তাকে ধর্ষণ করে! কোনওক্রমে বাড়ি ফিরলেও এই ঘটনার কথা কাউকে জানাতে পারেনি নাবালিকা।

তবে মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করে সে। সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরেছেন নির্যাতিতার বাবা। ফিরে মেয়ের আচরণে সন্দেহ হয় তাঁর। তিনি জানতে চান কিছু ঘটেছে কি না। তখনই বাবার কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে নাবালিকা। গোটা ঘটনাটি বাবাকে জানায় সে। এরপরই সোমবার রাতে তিনজনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র সরোবর থানায় অভিযোগ করা হয়। রাতেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজই আলিপুর পকসো আদালতে পেশ করা হবে ধৃতদের।

পহেলগাঁওয়ে নিহত মণীশরঞ্জনের বাড়িতে NIA, স্কেচ দেখে জঙ্গিদের শনাক্ত করল ছেলে

ঠিক এক সপ্তাহ আগের হাড়হিম করা ঘটনার প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ এনআইএর সামনে তুলে ধরলেন নিহত আইবি অফিসারের স্ত্রী জয়া দেবী। পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা তথা আইবি অফিসার মণীশরঞ্জন মিশ্রের বাড়িতে মঙ্গলবার বিকাল ৪টা ৪০ নাগাদ পা রাখে ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি দল। গত ২২ এপ্রিল দুপুরে কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে ঘটে যাওয়া জঙ্গি হানার বিবরণ নিহত মনীশরঞ্জনের স্ত্রীর কাছ থেকে শোনে ওই তদন্তকারীদের দল।

গত শনিবার বেহালার শখের বাজারের বাসিন্দা নিহত সমীর গুহর বাড়িতে যায় ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রবিবার যায় নিহত বিতান অধিকারীর বৈষ্ণবঘাটার বাড়িতে। এরপর গত সোমবার পুরুলিয়ার ঝালদায় মণীশরঞ্জনের বাড়িতে ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আসার কথা ছিল। কিন্তু মণীশরঞ্জনের স্ত্রী জয়া দেবী অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণেই ওই দল ওই দিন আসেননি। যদিও গত শুক্রবার এনআইএর তরফে নিহত মণীশরঞ্জনের পরিবারে জানানো হয় তারা সোম অথবা মঙ্গল দু'দিনের মধ্যে আসবেন। এদিন ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তিন প্রতিনিধির দল সবার প্রথমে নিহতের ১২ বছরের ছেলে সায়নের সঙ্গে কথা বলে।

একেবারে আদরের সুরে ওই ঘটনার কথা জানতে চান। ওই কেন্দ্রীয় সংস্থার সায়নকে প্রশ্ন ছিল ওই দিন জঙ্গিরা কজন ছিল? কোন পথ দিয়ে আসে? সেই সময় সায়ন কী করছিল? তার বোন কোথায় ছিল? তার মা কী করছিল? তার বাবা কোন দিকে ছিল? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সায়ন সঠিক ভাবেই দেয় বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। সায়ন ওই তদন্তকারী সংস্থাকে জানায়, সে বোনের সাথে গাছের নিচে খেলা করছিল। তার মা ছিল মোবাইলে ব্যস্ত। তার বাবা ছিল গাছের উলটোদিকে। ওই হামলায় জড়িত জঙ্গিদের একটি স্কেচ তৈরি করেছে এনআইএ। সেই ছবি সায়নকে দেখানো হয়। ছবি দেখে সায়ন বলে, এটা যদি রঙিন হতো তাহলে সে সহজেই চিনতে পারতো। তবে জঙ্গিদের মুখ অনেকটা এরকমই ছিল। সায়নের সঙ্গে কথা বলার পরেই ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার মায়ের সাথে কথা বলতে চান। কিন্তু পরিবারের তরফে আপত্তি আসে। জানানো হয় নিহতের স্ত্রী জয়া দেবী একেবারেই সুস্থ নন। কিন্তু ওই তদন্তকারী সংস্থা বলে, তাদেরকে জয়া দেবীর সঙ্গে কথা বলতেই হবে। তবে এমন ভাবে তারা কথা বলবেন যাতে জয়া দেবীর কোন খারাপ না লাগে।

সায়নকে প্রশ্ন করার সময় তার কাকু রাহুলরঞ্জন যেমন ছিলেন। তেমনি জয়া দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তার শ্বশুর মঙ্গলেশ মিশ্র হাজির থাকেন। আগে থেকে ওই সংস্থার আধিকারিকরা বলে দিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় উপস্থিত থাকা কেউ যাতে কোন কথা না বলেন।

ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জয়া দেবী জানান, জঙ্গি হামলার বিপদ বুঝেই তার স্বামী ১০ থেকে ১২ জন পর্যটককে সেফ প্লেসে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু জঙ্গিদের নজরে পড়তেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান। তাঁর আক্ষেপ, বিপদ বুঝে তিনি যদি আগে সতর্ক হতেন। তাহলে এই ঘটনা ঘটত না।

পরিবারের তরফে নিহত আইবি অফিসারের ভাই রাহুলরঞ্জন বলেন, "প্রথমে আমার ভাইপো তারপর বৌদিকে ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দল জিজ্ঞাসাবাদ করে। তবে ভাইপোর বয়ান রেকর্ড করেনি। বৌদির বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।"

ওই কেন্দ্রীয় দল প্রায় দু'ঘণ্টা মণীশরঞ্জনের বাড়িতে ছিল। নিহত আইবি অফিসারের বাবা মঙ্গলেশ মিশ্র বলেন, "আমাদের বাড়িতে কে আসছে কে যাচ্ছে আমার এসব কিছু দেখার দরকার নেই। আমি এই ঘটনার বিচার চাই। সেই বিচার দেখবো বলেই আমি বেঁচে আছি। কোন রকম বিলম্ব না করে অবিলম্বে জঙ্গি দমন শুরু হোক।"

ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার আগেই শিয়ালদহে উদ্ধার

হুজুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মাদ্রাসা ছাড়ল তিন নাবালক! মঙ্গলবার ভোররাতে তারা মাদ্রাসা থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এরপর ট্রেন ধরে শিয়ালদহে আসে। তিনজনকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে দেখে আরপিএফের সন্দেহ হয়। শিয়ালদহ মেন পোস্টের আরপিএফ তিনজনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জেনেছে, মাদ্রাসার হুজুর তাদের উপর অত্যাচার করত।উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা একটি মাদ্রাসার ছাত্র তিনজনই। বছর তেরোর তিন ছাত্রের মধ্যে দু'জন দেগঙ্গার বাসিন্দা। একজনের বাড়ি দমদমে। একদিকে এই অত্যাচার অন্যদিকে বাড়ির দারিদ্র্য, দ্বিমুখী সমস্যার মুখে পড়ে বিচলিত হয়ে পড়ে তারা। তিন বন্ধু মিলে মাদ্রাসা ছাড়ার পরিকল্পনা নেয়। সোমবার গভীর রাতে তিনজন ফন্দি আঁটতে শুরু করে। সবার অলক্ষ্যে ভোর রাতে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর ট্রেন ধরে শিয়ালদহ আসে।

পরিকল্পনা ছিল ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার। একদিকে অভিজ্ঞতা না থাকা, অন্য দিকে পকেটে পয়সা না থাকায় তারা শিয়ালদহ স্টেশনেই ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এই অবস্থায় সিসিটিভির নজরদারিতে ধরা পড়ে বিষয়টি।

মেন পোস্টের আরপিএফ ইন্সপেক্টর গুরুপ্রসাদ জানান, তিনজনকে স্টেশনেই ধরে ফেলে আরপিএফ। জিজ্ঞাসাবাদে জেনেছে, হুজুরের অত্যাচারে তারা মাদ্রাসা ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এরপর তিনজনকে ধরে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেয় আরপিএফ।

২০০ ফুটের সিঙ্গারণ এখন মাত্র ১০

একের পর এক পুকুর ভরাট করে প্রোমোটারি রাজ। জমা পড়েছে বহু অভিযোগ। শুধু পুকুর চুরি নয়, নদী চুরিও হচ্ছে অবাধে। এককালে যে সিঙ্গারণ নদী ২০০ ফুট চওড়া ছিল তা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে ১০ ফুটে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর গ্রেপ্তার হয়েছেন জমি মাফিয়ারা। তারপরেও জলাজমি নিয়ে কোনও তথ্যই নেই পুরনিগমের কাছে।

আসানসোল পুরনিগমের ১০৬টি ওয়ার্ডে একটিও জলাজমি নিজস্ব নেই। ২০১৫ সালে জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, পুরাতন আসানসোল, কুলটি পুরসভা নিয়ে গঠিত বৃহত্তর পুরনিগম। পুর এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে গারুই নদী। নদীর পাড় দখল করে গড়ে উঠেছে বসতি। অথচ ২০২২-এর নির্বাচনে শাসক দলের প্রথম ও মূল এজেন্ডা ছিল গারুই নদী সংস্কার ও জলাজমি উদ্ধার করা। দ্বিতীয় বোর্ড গঠনের তিন বছর পেরিয়ে গেলেও হয়নি গারুই সংস্কার, উদ্ধার হয়নি জলাজমি।

পুরনিগমের আধিকারিক অমিয় মুখোপাধ্যায় জানান, পুকুর নিয়ে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই। পুরনিগমের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ কুমার শ্রীবাস্তবের মুখেও একই কথা। তাহলে পুকুর ভরাট হলে কিভাবে বেআইনি কাজকে আটকানো হয়? কিংবা পুকুর সংস্কার করেন কিভাবে? এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, ১০৬ ওয়ার্ডের মধ্যে যেখানে যেখানে অভিযোগ আসে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়।

পরিদর্শন হয় বিএলআরও দফতরের সাহায্য নিয়ে। অবৈধ কাজ হলে তা আটকে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, "পুরনিগমের ১০টি বরো এলাকা রয়েছে। এই দশটি বরোর মধ্যে ২ থেকে ৮ নম্বর বরো পর্যন্ত পুকুর ভরাটের অভিযোগ জমা পড়েছে। এফআইআর হয়েছে ১৫টির মতো। এইসব অভিযোগ জমা পড়েছে দ্বিতীয় বোর্ড গঠনের পর।"

জামুড়িয়া ও কুলটি এই দুটি এলাকায় এখনও পর্যন্ত পুকুর ভরাটের সেভাবে অভিযোগ আসেনি।

যাদবপুরের দেওয়াল থেকে মুছল 'আজাদ কাশ্মীর' স্লোগান

পহেলগাঁওয়ের হামলা দেখিয়েছে কাশ্মীরের বুকে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের আস্ফালন। ২৬ নিরীহ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে সন্ত্রাসের করাল স্মৃতি চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকা। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের কথা বলছেন অনেকেই। সাবধানী পদক্ষেপ নিচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। চিরকাল ছাত্র আন্দোলনের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম হল না। কঠিন সময়ে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল থেকে মুছে গেল বিতর্কিত সব স্লোগান। 'আজাদ কাশ্মীর' মুছে এখন ঝকঝকে দেওয়াল ক্যাম্পাসে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই পদক্ষেপ নিল কর্তৃপক্ষ।

২২ এপ্রিল বৈসরন উপত্যকায় বেড়াতে পর্যটকদের মধ্যে বেছে বেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ দূষিত করতে জঙ্গিদের এহেন কাজ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের বড় অংশ। এই সময়ে কোনওরকম উসকানি, প্ররোচনা এড়িয়ে যেতে চাইছেন সকলে। এ

ই আবহে সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে ইউনিট প্রেসিডেন্ট কিশলয় রায় একটি স্মারকলিপি জমা দেন রেজিস্ট্রারের কাছে। তাতে দাবি ছিল, ক্যাম্পাসের দেওয়াল থেকে 'আজাদ কাশ্মীর'-এর মতো সমস্ত প্ররোচনামূলক স্লোগান মুছে দেওয়া হোক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়া হলে টিএমসিপি নিজেই তা মোছার উদ্যোগ নেবে। মঙ্গলবারই দেখা গেল, সেখানে আর কোনও দেওয়াল লিখন নেই, সব মুছে দেওয়া হয়েছে।

এনিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী রেজিস্ট্রার ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "আমরা অনেকদিন ধরে এসব স্লোগান মোছার চেষ্টা করেছি। এর তো একটা প্রক্রিয়া আছে।

কোনও সংস্থাকে বরাত দিয়ে কাজ করাতে হতো। এবার সেই কাজটা হল। কারও আবেদন মনে আমরা করিনি। কর্তৃপক্ষও কোনও উসকানিমূলক স্লোগান লেখা বরদাস্ত করে না।"

এদিকে, কিশলয় রায়ের দাবি, "পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর আমরা একটা স্মারকলিপি দিয়েছিলাম রেজিস্ট্রারকে। বলেছিলাম, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে আমরাই 'আজাদ কাশ্মীর'-সহ সব স্লোগান মুছে দেব।"

শেষকৃত্য সেরে ফেরার পথে বারুইপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু বালিকার

আত্মীয়ের শেষকৃত্য সেরে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা! অটো ও সিমেন্ট বোঝাই ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল বালিকার । আহত ৪। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অর্জুনতলা এলাকায়। ঘটনার পর বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন উত্তেজিত জনতা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত বালিকার নাম অন্বেষা মণ্ডল। বয়স ১০ বছর। সে খোল সেম রি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। জানা গিয়েছে, ঘটনায় গুরুতর আহত বাসুদেব মণ্ডলের পিসিমা মারা যাওয়ায় স্ত্রী মীনা মণ্ডল, দুই মেয়ে অন্বেষা, তিয়াসা ও আত্মীয় শিবু মাকালকে নিয়ে বারুইপুরের জোড়া মন্দির শ্মশানে শেষকৃত্যে এসেছিল। অটো করে আসেন তাঁরা। গাড়ি চালাচ্ছিলেন বাসুদেব নিজে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় অটোটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সিমেন্টের গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে।

ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় অটোটি। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তাঁরা সকলে। বিকট শব্দ শুনে আসেন স্থানীয়ারা। আহতদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান তাঁরা। সেখানে অন্বেষাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। সেখানে বাসুদের তাঁর স্ত্রী, বড় মেয়ে ও আত্মীয় শিবুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। প্রচুর জনতা জড়ো হন ঘটনাস্থলে। পরিস্থিতি সামলাতে বারুইপুর থানা থেকে প্রচুর পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনা কী করে ঘটল তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফের রেড পান্ডা সুমারি হবে পাহাড়ে, প্রস্তুতি শুরু

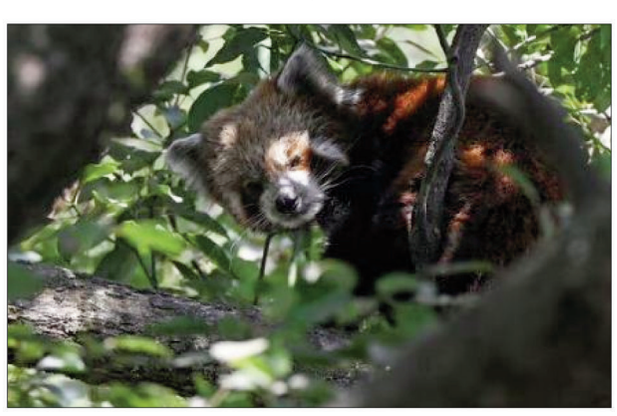

পাহাড়ের অভয়ারণ্যে শেষবার রেড পান্ডা গণনা হয়েছিল ২০১৯ সালে। সাত বছর পর ফের চলতি বছরে পাহাড়ের জঙ্গলে রেড পান্ডা গণনা করতে চলেছে রাজ্য বন বিভাগ। আগামী মাসে পাহাড়ের দুটি জাতীয় উদ্যান দার্জিলিংয়ের সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান এবং কালিম্পংয়ের নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি। তিনি জানান, মে মাসে এই গণনা হবে।মুখ্য বনপাল বলেন, 'দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জাতীয় উদ্যানগুলিতে রেড পান্ডা শুমারির পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে প্রজাতির বর্তমান পরিসংখ্যান নির্দিষ্টভাবে জানা যায়। ইতিমধ্যেই এরজন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০১৯ সালের পর আবার এবছর রেড পান্ডা গণনা হবে। সাধারণত লাজুক প্রকৃতির এই বন্য প্রাণীদের পূর্ব হিমালয় পর্বতমালা বরাবর বাংলা এবং পার্শ্ববর্তী সিকিমের উচ্চ-উচ্চ বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,৫০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান। পাহাড়ে এটি ৮,০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অবস্থায় গণনার ক্ষেত্রে আবহাওয়া একটি বড় বাধা হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বন কর্তারা। ভাস্কর বাবু জানান, পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে রেড পান্ডা সুমারি নির্ধারিত সময়সূচী মতো চলবে। রেড পান্ডার সংখ্যা অনুমানে সাহায্যের জন্য মলের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হবে বলে তিনি জানান।বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালের সুমারি অনুযায়ী, দার্জিলিংয়ের অভয়ারণ্যে রেড পান্ডা রয়েছে ৩৫টি এবং কালিম্পংয়ের জঙ্গলে রয়েছে ৩১ টি। সেই সংখ্যা কতটা বেড়েছে তা গণনার পরেই জানা যাবে। উল্লেখ্য, এই প্রাণীকে বিপন্ন প্রজাতির বলে ঘোষণা করেছে আইইউসিএন। ২০০৩ সাল থেকেই রেড পান্ডা সংরক্ষণ এবং প্রজননের মাধ্যমে সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে বন বিভাগ।দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক গত ২২ বছর ধরে এই প্রজনন কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। এখনও পর্যন্ত এই চিড়িয়াখানার তরফে ১২টি রেড পান্ডাকে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরেও রেড পান্ডা প্রজনন ও সংরক্ষণে খ্যাতিলাভ করেছে এই চিড়িয়াখানা। শুধু প্রজননই নয়, ডিএনএ উন্নত করার জন্য জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রেলিয়া থেকে রেড পান্ডা দম্পতি আনা হয়েছে এখানে।রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড পান্ডার মতো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণে অনেক পদক্ষেপ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে রেড পান্ডা গণনা করা হবে।

আগামী দিনে হুগলির বলাগড় হয়ে উঠতে পারে ইতিহাসের গবেষণা ক্ষেত্র

দিব্যেন্দু মজুমদার, হুগলি

হুগলির বলাগড় এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুধুই রয়েছে ইতিহাসের হাতছানি। এই এলাকার ইতিহাস নিয়ে সেরকমভাবে কোনদিনই চর্চা হয় নি। ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যই লুকিয়ে আছে এই বলাগড় অঞ্চল জুড়ে। এক সময় হুগলি জেলার বলাগড়, জিরাট, বেহুলা, বাকুলিয়া, সোমরাবাজার সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল এটা অনেকেরই অজানা। তবে সম্প্রতি ওইসব অঞ্চলের বিভিন্ন পুরনো বাড়িতে বসবাসকারী মানুষের কাছ থেকে বহু মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ করে ইতিহাসের মূল্যবান তথ্যের সন্ধানে জিরাটের বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে সেই মূল্যবান পুঁথিগুলি জিরাট কলেজে একটি ডিসপ্লে বক্সের মধ্যে অত্যন্ত সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পার্থবাবু সহ বলাগড়ের বহু বুদ্ধিজীবী মানুষ দাবি করেছেন তাদের ওই অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যশালী ইতিহাস রয়েছে যা ওই পুঁথিগুলোতে লেখা বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার। তাদের দাবি এরকম আরো বহু পুঁথি এই অঞ্চল থেকে পাওয়া যাবে যা আগামী দিনে বলাগড়ের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে।অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান করোনাকালে লকডাউন শুরু হওয়ার আগে বলাগড়ের তেঁতুলিয়া গ্রামের সৈকত ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি তাকে একটি ব্যাগ ভর্তি করে বেশ কিছু পুঁথি দিয়ে বলেন এগুলো তার বাড়ির মাচায় রাখা ছিল। আর রাখা যাচ্ছে না। যদি এটা কোন কাজে লাগে সেই মনে করেই এই পুঁথিগুলো তিনি পার্থবাবুকে দিতে এসেছেন। পার্থবাবু পুঁথিগুলির বিষয়বস্তু দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান। এরপর লকডাউনের সময় বলাগড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে অসহায় মানুষদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে মানুষের দরজায় পৌঁছে যাওয়ার পাশাপাশি পুরনো বাড়িগুলি থেকে পুঁথি সংগ্রহ করা শুরু করেন। আর সেই পুঁথির বিষয়বস্তু থেকে উদ্ধার হয় যে একসময় এই বলাগড়ের বিভিন্ন প্রান্তে মহাজনী বৌদ্ধদের বাস ছিল। উদ্ধার হওয়া এইসব পুঁথির সংখ্যা বর্তমানে আড়াই হাজার ছাড়িয়েছে। বেশ কিছু পুঁথি ভুর্জ পত্রের উপর লেখা যা দেখে অনুমান করা যেতে পারে ৩০০ বছর বা তারও আগে এই পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল। পুঁথিগুলির অনেকগুলিতে দুর্গাপুজো কেন্দ্রিক পুজো পদ্ধতি নিয়ে লেখা যেখানে ৬৪ লক্ষ যোগিনী পূজার উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গত মহাজনী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষই এই যোগিনী পুজো করত। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আজ থেকে বহু বছর আগে বলাগড়ের এই সকল অঞ্চলে কি তবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস ছিল? এই বলাগড়ের জিরাটের পাটুলীতে একটি মঠ বাড়ি রয়েছে যার আনুমানিক বয়স ৪০০ বছরের বেশি। এখনো এই বাড়িটির দুর্গা দালানের দুই ধারে দু'টি কুলুঙ্গিতে প্রায় আড়াই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দু'টি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। এই বাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায় মূর্তিটি কবেকার তা তারা জানেন না। প্রত্যেক বছর বিশেষ পুঁথি অনুযায়ী তাদের এখানে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যোগিনী পুজো হয়ে থাকে। এখানে

তাদের মা দুর্গার দু'টি হাত দেখতে পাওয়া গেলেও বাকি আটটি হাত লুকোনো থাকে। কিন্তু যেহেতু মহাজনী বৌদ্ধদের মধ্যে যোগিনী পুজোর রীতি প্রচলিত রয়েছে তাই মনে করা হয় এক সময় বৌদ্ধরা এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন।পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া এই পুথিগুলির মধ্যে নব্বই ভাগ দেবনাগরিতে লেখা, কিছু সংস্কৃত এবং কিছু বাংলা ভাষায় লেখা। পুঁথিগুলির মধ্যে অনেকগুলি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে। আর বেশ কিছু পুঁথি অসম্পূর্ণ যার প্রথম ও শেষ পাতা পাওয়া যায় নি। কবি ভারতচন্দ্র ১৭৫৫-য় মারা যান। তার লেখা অন্নদা মঙ্গল কাব্য কারো অজানা নয়। কিন্তু তার পরেও এই বলাগড়ের কোন কবি অন্নপূর্ণা পুজোকে কেন্দ্র করে একটি পাঁচালী কেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্য লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই লেখাটা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। সেই পুঁথিটিও বলাগড়ের একটি প্রাচীন বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছেন পার্থ বাবু। তিনি জানান বলাগড়ের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে বহু ঐতিহ্য, বহু ইতিহাস যা এই পুঁথিগুলো থেকে জানা যায়। এছাড়া এখনো বহু পুরোনো বাড়িতে বহু পুঁথি রয়েছে যা তারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। আর এই সকল পুঁথিগুলি উদ্ধার হলে তা থেকে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে যার দৌলতে আগামী দিনে বলাগড় ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিতে পারে।বর্তমানে ওই অধ্যাপক এশিয়াটিক সোসাইটির বিবেকানন্দ বন্দোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট পদার্থবিদ তথা পুঁথি গবেষক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় প্রায় সাড়ে ৭০০ পুঁথির ক্ল্যাসিফিকেশন করেছেন। আপাতত পুঁথিগুলো জিরাটের বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে কাঁচের ডিসপ্লে বক্সে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখনো বহু পুঁথির ক্ল্যাসিফিকেশনের কাজ করা বাকি রয়েছে। সেগুলি ক্ল্যাসিফিকেশনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন পার্থ বাবু। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দাবি যদি আগামী দিনে এই ইতিহাসের অন্বেষণে সঠিকভাবে খোঁজ চালানো হয় তবে বলাগড় ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে।

শুভেন্দুর 'সনাতনী' সম্মেলনে অনুমতি

নিজস্ব প্রতিনিধি— দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিনেই কাঁথিতে 'সনাতনী হিন্দু সম্মেলন' করতে চায় বিজেপি। এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ কাঁথিতে শুভেন্দুর এই সনাতনী সম্মেলনের অনুমতি দেয়। সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ রাজ্য।

আজ ৩০ এপ্রিল, বুধবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই দিনে কাঁথিতে 'সনাতনী হিন্দু সম্মেলন' করতে চেয়ে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিল এক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। বুধবারের এই সম্মেলনের প্রধান বক্তা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তবে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শর্তসাপেক্ষে কর্মসূচির অনুমতি দেন। বিচারপতি ঘোষ তাঁর রায়ে জানান, তিন হাজার লোক নিয়ে এই সভা করা যাবে। কীর্তন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান চলাকালীন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সর্বোচ্চ ৫০০০ জন জমায়েত করতে পারবেন। তার বেশি জমায়েত করা যাবে না। কিন্তু অনুমতি নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। যদিও ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের আবেদনের শুনানি না হওয়ায় সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই আপাতত বহাল রইল।

আজ দিঘায় মন্দিরের উদ্বোধনে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি— আজ, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আপামর পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে যাবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার। সেই সঙ্গে ভগবান জগন্নাথের প্রাণ প্রতিষ্ঠাও হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মঙ্গলবারই দিঘায় পৌঁছেছেন এক ঝাঁক দলীয় নেতা, সাংসদ, বিধায়ক থেকে টলি পাড়ার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। ব্যতিক্রম হবেন না তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজকের সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে থাকবেন অভিষেক। তবে রাত্রিযাপন করবেন না দিঘায়, অনুষ্ঠান শেষে বুধবারই কলকাতায় ফিরে আসবেন সাংসদ অভিষেক। সব মিলিয়ে দিঘায় এখন উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার জোয়ার উঠেছে, তার প্রভাব পড়েছে বাংলার প্রত্যেকটি কোণে।

জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন ঘিরেই দেশ-বিদেশের মানুষের ঢল নেমেছে সৈকত শহরে। পর্যটনের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে একেবারে উপরের দিকে জায়গা করে নিতে চলেছে দিঘার জগন্নাথধাম। বুধবার তা খুলে দেওয়া হবে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, সোমবার অশ্বমেধ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার বিভিন্ন পুণ্য ক্ষেত্রের জল দিয়ে গোটা দিন ধরে মহাযজ্ঞ হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, এদিন বিকেলে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইত রাজেশ দৈতাপতি ও ইসকনের কর্মকর্তা রাধারমণ দাস। পূর্ণাহুতির পর আরতি করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে, গুড়াতো হয় ধ্বজাও। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বুধবার দুপুর আড়াইটায় মূল অনুষ্ঠান হবে। তিনটেয় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করা হবে এবং তারপরই সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। এদিনের যজ্ঞের সময় মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ দিঘায় পৌঁছবেন অভিষেক।

বিরাটি থেকে ধৃত আজাদ পাকিস্তানি দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি— জাল পাসপোর্ট চক্রে ধৃত আজাদ আসলে পাকিস্তানি। এই তথ্য সামনে আসতেই চিন্তিত প্রশাসনিক কর্তারা। ১৪ দিন আগে বিরাটির বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আজাদ মল্লিককে। জাল পাসপোর্ট চক্রে যুক্ত ছিলেন আজাদ। তবে তিনি নিজের পাকিস্তানি পরিচয় গোপন করেছিলেন। তদন্তকারী অফিসারদের কাছে প্রথমে নিজেকে বাংলাদেশি বলে দাবি করেছিলেন আজাদ মল্লিক।

জানা গিয়েছে, প্রায় ১৩ বছর আগে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। মাঝে মধ্যেই আস্তানা বদল করে থাকতেন। বাংলা ভাষায় শিখে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি জাল পাসপোর্ট চক্রে অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। বিরাটি থেকে গ্রেপ্তার হন আজাদ। তিনি বিরাটি বাঁকড়া এলাকার বাসিন্দা। খাস কলকাতার বুকে বসে বাংলাদেশিদের জাল নথি দিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করে দিতেন। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালতে ইডির আইনজীবী অরিজিৎপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ধৃত আজাদ মল্লিক আসলে পাকিস্তানি। তিনি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ভারতে রয়েছেন। এর ফলে প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তান নিয়ে দেশ জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে ইডির এমন দাবি সত্যিই দুশ্চিন্তার। এছাড়াও, জাল পাসপোর্ট মামলায় তাঁর সঙ্গে এক মহিলা যুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। সম্প্রতি আজাদ ভারতীয় ড্রাইভিং লাইসেন্সের এবং ভিসার আবেদন করেছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর বাড়ি তল্লাশি করে পাকিস্তানি ড্রাইভিং লাইসেন্স উদ্ধার হয়েছে। সেখান থেকেই আজাদের প্রকৃত নাম সামনে এসেছে। তাঁর নাম আহমেদ হোসেন আজাদ ওরফে আজাদ হোসেন। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার সন্ধান মিলেছে। এর আগেও প্রতারণার অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল আজাদ। পরবর্তীতে সে জামিন পেয়ে যায়। সে কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজ্য জুড়ে ১৯০ ভূমি আধিকারিককে বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যের ভূমি রাজস্ব দপ্তরে ব্যাপক আলোড়ন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৯০ ভূমি আধিকারিককে বদলি করল নবান্ন। ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ অফিসার (বিএলএলআরও), স্পেশ্যাল রেভিনিউ অফিসার-২, জয়েন্ট ডিরেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এবং ডেপুটি ডিরেক্টর, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন পদে থাকা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়-২, উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর-১ ও ২, সন্দেশখালি-২, হাবড়া-২, বজবজ-২, বসিরহাট-১, হাওড়ার পাঁচলা, পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম-১ এবং জলপাইগুড়ির মালবাজার-সহ রাজ্যের একাধিক ব্লকের বিএলএলআরও-দের বদলি করা হয়েছে। বার বার এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় গতি আনার পাশাপাশি দপ্তরের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বজায় রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য প্রশাসন ভূমি দপ্তরের কাজে গতি আনার পাশাপাশি, স্বচ্ছতা বজায় রাখার পক্ষপাতী। তাই গত এক বছর ধরে আধিকারিকদের কাজকর্মের উপর পর্যবেক্ষণ করেই ধাপে ধাপে এই বদলি করেছে। কয়েক মাস আগেই প্রায় ৮০০ জন রাজস্ব আধিকারিক, জয়েন্ট ডিরেক্টর ও অন্যান্য পদাধিকারীকে বদলির নির্দেশ জারি হয়েছিল। এবার একই ভাবে আরও ১৯০ জন ভূমি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিককে বদলি করা হল। এই নিয়ে গত এক বছরে ভূমি দপ্তরের প্রায় এক হাজার আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে।

তবে কী কারণে রাজ্য সরকার এই বদলির সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা ছড়িয়েছে। এ ব্যাপারে নবান্ন সূত্রে খবর, বদলির এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে একাধিক প্রশাসনিক কারণ। রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা বলছেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে বেশ কিছু আধিকারিককে দূরবর্তী বদলি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দক্ষতা ও কাজে গতি আনতে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবার কিছু ব্লকে কাজের তুলনায় আধিকারিকের সংখ্যা কম ছিল, সেইসব এলাকায় কাজের গতি বাড়াতে আধিকারিকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। নবান্নের এই নির্দেশের ফলে বহু জেলায় যেমন শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি কিছু ব্লকে আবার প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত আধিকারিককে স্থানান্তরিত করে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভূমি আধিকারিকদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলি হওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু অনেক ব্লকে বেশ কিছু আধিকারিক তিন বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত ছিলেন। তাই রুটিন বদলির নীতি কার্যকর করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, বেশ কয়েকজন আধিকারিকের স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁদের কাজের সুবিধা অনুযায়ী বদলি করা হয়েছে।

সোনাগাছি মহিলাদের সঙ্গে মে দিবস পালন পথে নামলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা

এসএসসি অফিস থেকে ছাড়া পেলেন ডেপুটি সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিনিধি— কালীঘাট অভিযানে পুলিশি বাধার পর সোমবার দুপুর থেকে এসএসসি ভবনের সামনে অবস্থানে বসেন নতুন করে 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত চাকরিহারারা। সারারাত অফিসের ভিতরেই ডেপুটি সেক্রেটারি সহ বেশ কয়েকজন কর্মীকে আটকে রাখা হয়েছিল। প্রায় ২৫ ঘণ্টা পর মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ১২ জনকে অফিস থেকে বেরোতে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডেপুটি সেক্রেটারিও। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার দাবিতে সোমবার থেকে এসএসসি ভবনের সামনে অবস্থানে বসে আছেন অযোগ্য চাকরিহারারা।

অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত নন এমন ১৭ হাজার ২০৬ জন শিক্ষকের নামের তালিকা প্রস্তুত করে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছিল রাজ্য। সেই তালিকার মধ্যে যারা সত্যিই অযোগ্য বলে চিহ্নিত নন তাঁদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এরপর গত বুধবার এই তালিকা থেকে ১৮০৩ জনের নাম বাদ দিয়ে পর্ষদ জানায়, উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটে একাধিক সমস্যা থাকায় কয়েকজনকে 'যোগ্য'দের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন তালিকায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের সংখ্যা ১৫ হাজার ৪০৩। যদিও ১৮০৩ জনের মধ্যে কয়েকজনের নাম 'যোগ্য'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

নতুন করে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত চাকরিহারারা সোমবার কালীঘাট অভিযানে ডাক দেন। তবে মিছিল শুরু হতেই হাজরা মোড়ে তা আটকে দেয় পুলিশ। এর জেরে হাজরা মোড় চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। এরপরই সেখান থেকে এসএসসি ভবনের সামনে এসে অবস্থান শুরু করেন তাঁরা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার দাবিতে অফিসের কর্মীদের আটকে রেখে চলে অবস্থান। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে মঙ্গলবার দুপুরে অফিসের বাইরে বেরোতে দেন বিক্ষোভকারীরা।

ফের দার্জিলিঙে টয় ট্রেন দুর্ঘটনা

ফের দার্জিলিঙে টয় ট্রেনে দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার ঘুম স্টেশন থেকে ট্রেনটি এনজেপির দিকে যাওয়ার পথে মেরি ভিলার কাছে একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার দার্জিলিং রেল স্টেশন থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে মেরি ভিলার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটি শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার সময় ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এরে জেরে থেমে যায় ট্রেন যাত্রা। কয়েকদিন আগে দার্জিলিং রেল স্টেশনের অদূরে পার্কিং প্লাজার কাছে টয় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঘন ঘন দুর্ঘটনার কারণে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সীমান্ত নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব

কাশ্মীর কাণ্ডের জেরে বাংলার সীমান্ত সুরক্ষা খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন। তাঁর সঙ্গে রাজ্য সফরে আসার কথা বিএসএফের ডিজিরও।

রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। সূত্রের খবর বৈঠকে বিএসএফ, সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, এনআইএ সহ একাধিক এজেন্সির কর্তাব্যক্তিদেরও উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

পহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করেছে ভারত। এদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বও গাঢ় হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সূত্রের খবর, এমন পরিস্থিতিতে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকার সুরক্ষা খতিয়ে দেখতেই মূলত রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। ওই বৈঠক থেকে সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

হুগলির জওয়ানের বাড়িতে হুমকি পোস্টার! তদন্তে পুলিশ

পহেলগাঁওতে জঙ্গিহানায় ২৬ জন পর্যটক মারা গিয়েছেন। কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে খুন হয়েছেন নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা সেনা জওয়ান ঝণ্টু আলি শেখ। সেই ঘটনার আবহে এবার এক সেনা জওয়ানের বাড়িতে হুমকি পোস্টার পড়ল। ওই 'সেনাকর্মীর মুন্ডু চাই, পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লেখা পোস্টারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ধনিয়াখালির ওই সেনাকর্মীর বাড়িতে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই সেনা জওয়ানের বাড়িতে গিয়েছেন এলাকার বিধায়ক অসীমা পাত্র।

জানা গিয়েছে, ধনিয়াখালির চৈতন্যবাটি গ্রামের বাসিন্দা গৌরব মুখোপাধ্যায় বছর দুয়েক আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরে তিনি পোস্টিং রয়েছেন। শহিদ জওয়ান ঝণ্টু আলি শেখ যে ব্যাটেলিয়ানে ছিলেন, সেখানেই তিনি আছেন বলে খবর। জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ হয়েছেন ঝণ্টু। সেই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে ওই পোস্টার পাওয়া গেল। ওই জওয়ানের বাড়ির দেওয়ালে রবিবার পোস্টার সাঁটিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাতে লেখা ছিল, "পাকিস্তান জিন্দাবাদ। গৌরবের মুন্ডু চাই। ভারতকে বাঁচাতে পারবি না। বাংলাকে পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়ব।" সেই পোস্টার দেখার পরেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বয়স্কদের মধ্যে দুশ্চিন্তাও ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সোমবার ফের ওই বাড়িতে একই বয়ানে হুমকি দেওয়া হয়েছে। গতকাল ওই একই রকম পোস্টার জানলা দিয়ে বাড়ির ভিতর ফেলে যাওয়া হয়েছে। এরপরই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই জওয়ানের বাবা গৌতম মুখোপাধ্যায়।

অবশেষে আদালতে হাজিরা সুজয়কৃষ্ণের 'সহযোগী'র

নিজস্ব প্রতিনিধি— তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক অভিযোগ। মঙ্গলবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র সহযোগী হিসেবে পরিচিত সেই বিজেপি নেতা অরুণ হাজরা প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। সিবিআইয়ের দেওয়া চার্জশিটে তাঁর নাম রয়েছে। তবে হাজিরা দেওয়ার ক্ষেত্রে বহু টালবাহানা করছিলেন তিনি। অবশেষে মঙ্গলবার বিচার ভবন আদালতে হাজির হন অরুণ ওরফে চিনু।

সিবিআই চার্জশিটে দাবি করে, চাকরি বিক্রি করে সুজয়কৃষ্ণকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন অরুণ। কীভাবে তাঁদের মধ্যে কাজ চলত তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তাঁর এজেন্ট ছিল। অরুণের কথায় সেই এজেন্টরাই টাকা তুলতেন।

শুধু প্রাথমিকের প্রার্থী নয়, এসএসসি প্রার্থীদের থেকেও টাকা তুলতেন তাঁরা। সেই টাকা অরুণের হাত ধরে যেত সুজয়কৃষ্ণের কাছে। সিবিআইয়ের চার্জশিটে আরও দাবি করা হয়, চাকরি বিক্রি করে মোট ৭৮ কোটি টাকা তুলেছিলেন অরুণ।

মঙ্গলবার মামলার শুনানি চলাকালীন সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন অরুণ হাজরা। তাঁর বিরুদ্ধে আর কী কী অভিযোগ রয়েছে তা-ও জানতে চান বিচারক। পাশাপাশি এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ও কেস ডায়েরিরও খোঁজ করেন। অন্যদিকে অরুণের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, তাঁর মক্কেল অসুস্থ। তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

গত সপ্তাহে অরুণকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা দেননি তিনি। তখনই মঙ্গলবার ফের তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেন বিচারক। সেই মতো তিনি এ দিন আদালতে হাজিরা দিয়েছেন।

শাহজাহানের বিরুদ্ধে আরও নথি দিতে সময় চাইল সিবিআই

সন্দেশখালির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের জামিন মামলার শুনানি পিছল কলকাতা হাই কোর্টে। মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানিতে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট দেয় সিবিআই। আরও নথি দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। আদালত সেই সময় মঞ্জুরও করেছে।

এদিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে জানানো হয়, তাঁদের কাছে নতুন তথ্য রয়েছে। আরও ১-২ জন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এছাড়া তাঁদের কাছে মহিলা কমিশনের রিপোর্ট রয়েছে। তবে সেই রিপোর্ট জমা দিতে আদালতের কাছে কিছুদিন সময় চেয়েছে সিবিআই। সেই প্রেক্ষিতেই সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। যদিও শাহজাহানের আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেল ১৪ মাস ধরে জেলে আছে। আর সিবিআই এতদিনেও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে পারল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন, "সিবিআইকে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে সময় দিতে হবে।" তাঁরা কত দ্রুত বিস্তারিত রিপোর্ট দেবে, সেই প্রশ্ন করে আদালত। জবাবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আইনজীবী জানিয়েছেন, "এই বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এবং একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে চাই।" আগামী ৭ মে মামলার পরবর্তী শুনানি।

গত বছরের গোড়ায় তদন্তে সন্দেশখালিতে যাওয়ার ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় জড়িয়ে যায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ তথা ব্যবসায়ী শেখ শাহজাহানের নাম। দীর্ঘ ৫৫ দিন পর পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি। পরবর্তীতে সিবিআই এবং ইডি – দুই কেন্দ্রীয় সংস্থাই শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করে। রেশন দুর্নীতি মামলায় এই মুহূর্তে জেলবন্দি শাহজাহান।

সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ, বনগাঁয় গ্রেপ্তার চার বাংলাদেশি

কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটক মারা গিয়েছেন। তারপর থেকে সীমান্ত এলাকাগুলিতে আরও নজরদারি বাড়িয়েছে ভারতীয় সেনা ও বিএসএফ। বাংলার সীমান্তেও নজরদারি বেড়েছে। সেই আবহে এবার চার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হল। আজ মঙ্গলবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মোতিগঞ্জ এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বনগাঁর মোতিগঞ্জ এলাকায় ওই তিন তরুণী ও এক যুবককে ইতস্তত ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। তাদের দেখে সন্দেহ হয়েছিল স্থানীয়দের। বনগাঁ থানার পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে যায়। ওই চারজনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। তাদের থেকে এদেশের কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। চেপে ধরতে জানা যায়, সীমান্ত পেরিয়ে ওই চারজন ভারতে এসেছে। এরপরই তাদের পাকড়াও করে বনগাঁ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চারজনের নাম সুমি মোল্লা, সাকিনা মোল্লা, আলীফা মোল্লা, বিপ্লব মোল্লা।

এদিন সকালেই তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছিল। এদেশে কাজের জন্য তারা এসেছিল। পুলিশের জেরায় প্রাথমিকভাবে এই কথা জানা গিয়েছে।

এদেশের ভুয়ো পরিচয়পত্র বানানোর পরিকল্পনা ছিল? সীমান্ত পেরিয়ে দেশের কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের? নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে কি তারা জড়িত? সেই প্রশ্ন উঠেছে। এদিনই ধৃতদের মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

কলকাতা মেট্রোর একাধিক স্টেশনের নাম বদলের প্রস্তাব গেল নবান্নে

চারটি ভিন্ন রুটের বিভিন্ন স্টেশনের নাম বদল করা হোক, এই মর্মে আবেদন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বদল করে কোন স্টেশনের কী কী নাম দেওয়া হবে, সেই তালিকাও পাঠানো হয়েছে সরকারের কাছে। কোনও সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে নয়, বিভিন্ন মহল থেকে এই নাম বদলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে জোকা-ধর্মতলা, নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর, নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর সহ একাধিক রুটের মেট্রোর লাইনে হয় কাজ হচ্ছে, নাহলে আংশিক ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। এইসব রুটের বিভিন্ন স্টেশনের নাম বদল করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন স্টেশনের নাম পাল্টানোর দাবি উঠেছে।

নবান্নে জোকা-ধর্মতলা প্রকল্পের খিদিরপুর স্টেশন, নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর প্রকল্পের জয়হিন্দ স্টেশন, নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর প্রকল্পের মধ্যে থাকা ভিআইপি রোড/তেঘরিয়া স্টেশন এবং ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া ময়দান, এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ বা মহাকরণ, এগুলির মধ্যে যে কোনও একটির নাম বদলের প্রস্তাব জমা পড়েছে। তবে নাম বদল হলে নতুন কী নাম দেওয়া হবে? প্রস্তাবের মধ্যেও তার উল্লেখ রয়েছে।

খিদিরপুর মেট্রো স্টেশনের নাম সেন্ট থমাস স্কুল খিদিরপুর অথবা খিদিরপুর সেন্ট থমাস স্কুল রাখার প্রস্তাব এসেছে। যা দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষই। এদিকে ভিআইপি রোড/তেঘরিয়া স্টেশনের নাম হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর স্টেশন নামের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ, শ্রীধাম ঠাকুরনগর, ঠাকুরবাড়ির তরফে। অন্যদিকে, তালপুকুর কিশোর কুমার ফ্যান ক্লাবের তরফে হাওড়া ময়দান, এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ, মহাকরণের মধ্যে যে কোনও একটি স্টেশনের নাম তাঁর নামে রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি, 'জয়হিন্দ' স্টেশনের নাম জয়হিন্দ বিমানবন্দর রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মেট্রোর চিফ অপারেশন ম্যানেজারের তরফে।

মেট্রোর নাম বদলের প্রাথমিক বিষয়টি রাজ্য সরকারই দেখে। তাই প্রস্তাবটি নবান্নে পাঠানো হয়েছে। তবে আদতে এই নাম বদল হবে কিনা, তার সিদ্ধান্ত হতে এখনও ঢের দেরি। কারণ প্রাথমিকভাবে রাজ্য তথা পরিবহণ দফতর এতে সম্মতি দিলে সেই প্রস্তাব পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের কাছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রেল কর্তৃপক্ষই।

সম্পাদকীয়

বিচ্যুতি ও জরুরি কিছু প্রশ্ন বেশ কয়েকটি 'প্রথম বার' জুড়ে গিয়েছে পহেলগাম ঘটনার সঙ্গে। তার মধ্যে একটি, কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল স্বীকার। সর্বদলীয় বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজমুখেই বলেছেন বিচ্যুতির কথা। সংসদীয় বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খড়্গে অবশ্য জরুরি প্রশ্নটি তুলেছেন— দেশের এত বড় সঙ্কটের সময়ও প্রধানমন্ত্রী বৈঠকটিতে অনুপস্থিত থাকলেন কেন। বর্তমান ভারতে বিরোধী রাজনীতিকদের গলার স্বর ক্ষীণ— সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমের যৌথ ব্যবস্থাপনায় শাসক দলের প্রবল ডেসিবেল-প্লাবন বিরোধীদের ক্ষীণ স্বরকেও নিমজ্জিত করে দেয়। ফলে খড়্গের প্রশ্নটির যে তীব্রতায় অনুরণিত হওয়ার কথা ছিল, তা দেখা গেল না। এমন নৃশংস ঘটনার জন্য সারা দেশে লাগাতার ঘৃণা বর্ষিত হয়ে চলেছে জঙ্গিদের প্রতি, কাশ্মীরের সন্ত্রাসদীর্ণ পরিবেশের প্রতি, কাশ্মীর ও বাকি দেশের সংখ্যালঘুর প্রতি, এবং সর্বোপরি 'ধর্মনিরপেক্ষ' সমাজের প্রতি—অথচ তার মধ্যে এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসল যে, এই ঘটনার প্রাথমিক দায়টি আসলে কার। এ কোনও সাধারণ ভুল নয়, এর সঙ্গে নাগরিকের প্রাণের নিরাপত্তা জড়িত। তদুপরি, শাসকের বদলে তা যদি বিরোধীর দিক থেকে আসে, তা হলে তো এমন মন্তব্য বিপজ্জনকও বটে। সরকারের কোন স্তরে সংযোগ-সমস্যা হল, কেন তথ্য-সংগ্রহের যথেষ্ট ব্যবস্থা হল না— এ সব প্রশ্ন তোলা তো বিরোধীদেরই কাজ। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে, ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে তাজ হোটেলে ঐতিহাসিক জঙ্গি হানার পর মনমোহন সিংহ সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপির তীব্র প্রচারের কথা। তার এক মাসের মধ্যেই দিল্লি ও রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে, গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুম্বইতে অকুস্থলে দাঁড়িয়ে দেশরক্ষায় সরকারের 'তুমুল ব্যর্থতা'র কথা তুলেছিলেন। এ বারের কাশ্মীরের ঘটনাও বলে দেয়, সন্ত্রাস প্রশ্নে এক বিন্দু আত্মতুষ্টি বা অন্যমনস্কতার অবকাশ নেই, কোনও সরকারেরই নয়।এই বিরাট সঙ্কটমুহূর্তে জরুরি, সকল পক্ষের একযোগে জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তায় মনোযোগ প্রদান। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের 'সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তি' দেখানোর সময় এখন। পশ্চিমবঙ্গের নেতৃমুখসমূহ মনে করলেই বোঝা যায়, বিজেপির ভূমিকাটি এ ক্ষেত্রে কেমন। দেশকে বৃহত্তর বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন এঁরা। এই উস্কানি রাজনীতি এখনই বন্ধ হোক। বিদ্বেষপ্রচারে দৃষ্টান্তযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করুন নেতারা, কথা ও কাজের দূরত্ব ঘুচান— দেশবাসীর নিরাপত্তা ও স্থিতির স্বার্থে। অনেক, অনেকটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে

৩০ এপ্রিল, আজকের দিন

১৪৯২ - স্পেন ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে নতুন এলাকা অনুসন্ধানের অনুমোদন দেয়।
১৭২৫ - স্পেন চার মৈত্রীশক্তি থেকে সরে যায়।
১৭৮৯ - জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।
১৮৩৮ - নিকারাগুয়া সেন্ট্রাল আমেরিকান ফেডারেশন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।
১৮৬৩ - ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় নৌ বাহিনীকে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টির অধীনস্থ করা হয়।
১৮৯৪ - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৩০ - তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন; ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন এর কাছে একটি সামরিক চুক্তির প্রস্তাব দেয়।
১৯৩৯ - এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং থেকে প্রথম জনসমক্ষে টেলিভিশন সম্প্রচার করা হয়।
১৯৪৫ - চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে ভূ-গর্ভস্থ বাঙ্কারে এডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন।
১৯৭২ - উত্তর ভিয়েতনাম , দক্ষিণ ভিয়েতনামে আক্রমণ চালায়।
১৯৭৫ - উত্তর ভিয়েতনাম ও ভিয়েত কং মুক্তি বাহিনীর কাছে সায়গলের তাঁবেদার সরকার বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে।
১৯৭৬ - বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
১৯৮০ - কিছু দুষ্কৃতিকারী লন্ডনে অবস্থিত ইরানের দূতাবাসে হামলা চালায়।
১৯৮২ - পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার উপকন্ঠে বালিগঞ্জে বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীর ১৬ সন্ন্যাসী ও ১ জন সন্ন্যাসিনীর হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়।
১৯৯১ - বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলে আঘাত হানা এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ১৩৮,০০০ লোকের প্রাণহানি ও বিপুল সম্পত্তির ক্ষতি হয়।
১৯৯৩ - টেনিস তারকা মনিকা সেলেসকে জার্মানির হামবুর্গ শহরে ছুরিকাঘাত করা হয়।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা কোন দিকে মোড় নিতে পারে?

পহেলগামে হামলার পর থেকে ভারত-পাকিস্তান গত কয়েকদিন ধরে তীব্র বাকযুদ্ধে জড়িয়েছে। প্রতিবেশী দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সাম্প্রতিক কয়েকটা শিরোনাম থেকে অনুমান করা যায়- 'ভারত পাকিস্তানের জল বন্ধ করলে তা যুদ্ধ বলে গণ্য হবে: পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি' 'হামলাকারী ও হামলার পরিকল্পনাকারীদের কল্পনাতীত সাজা দেওয়া হবে : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী' 'প্রত্যেক নাগরিকের মৃত্যুর বদলা নেবে পাকিস্তান: প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ' বা 'ভারত ও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ দেখানো উচিৎ: জাতিসংঘ' এই পরিস্থিতি নানা অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে।গত ২২শে এপ্রিল ভারত শাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। মূলত পর্যটকদের নিশানা করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে।সীমান্তের একদিকে যেমন 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের' দাবি জোরালো হয়েছে তেমনই অন্যপ্রান্তে 'সমুচিত জবাব' দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প নেওয়া হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো 'উত্তেজনার সবচেয়ে বিপজ্জনক অধ্যায়' পেরিয়ে গিয়েছে কি না?এই প্রশ্ন ওঠার কারণ অতীতে উরি ও পুলওয়ামায় হামলার পর ভারত যে কৌশল অবলম্বন করেছিল। দুই ক্ষেত্রেই ভারত সরকারের নির্দেশে আন্তঃসীমান্ত অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।পুলওয়ামার ঘটনার পর ভারতের তরফে বালাকোটে বিমান হামলা চালানো হয়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাকিস্তান পাল্টা পদক্ষেপ নেয়।এই আবহে যখন ভারতীয় বিমানবাহিনীর কমপক্ষে একটা বিমান ধ্বংস এবং ভারতীয় পাইলটকে আটক করে পাকিস্তান, তখন দুই দেশের মধ্যে বড়সড় আকারের সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।প্রসঙ্গত, পহেলগামে হামলার জন্য এখনও পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করেনি, যেমনটা অতীতে দেখা গিয়েছে।কিন্তু ভারত সরকার সিন্ধু জল বণ্টন চুক্তি স্থগিত, প্রধান সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করাসহ একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে, যা এই হামলার জন্য ভারত কাকে দায়ী বলে মনে করে সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।পাশাপাশি, ভারত শাসিত কাশ্মীরের অনন্তনাগ পুলিশ এই ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারীদের স্কেচ প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে দু'জন পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে।তবে প্রমাণের অভাবে প্রথাগত ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতের তরফ থেকে সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলছে। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য সেগুলোকে আরও জোরদার করছে।এর আগে, ভারতের তরফে যে সমস্ত কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে এই চলমান সংঘাত আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নিতে পারে, তা জানার চেষ্টা করেছে বিবিসি।বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে হয়েছিল যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার কি আরও একবার আন্তঃসীমান্ত পদক্ষেপের কৌশল গ্রহণ করতে পারে? তা যদি হয়, তাহলে তার জবাবে পাকিস্তানের তরফে প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে?তবে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে দেখে নেওয়া যাক ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সেগুলো 'আনইউজুয়াল' বা অস্বাভাবিক কি না।ভারত-পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি সিদ্ধান্তপহেলগামে ২২শে এপ্রিল হামলার পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা পদক্ষেপ নেয়।সিন্ধু জল বণ্টন চুক্তি স্থগিত করা, ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত বন্ধ করা, ভিসা সুবিধা প্রত্যাহার করা এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক সীমিত করাসহ একাধিক সিদ্ধান্ত সেই তালিকায় আছে।এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাকিস্তানের তরফে সিমলা চুক্তি স্থগিত, সীমান্ত বন্ধ করা, বাণিজ্য স্থগিত, ভারতের উপর পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।ভারতের মতো পাকিস্তানও প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে ও তাদের সহযোগীদের দেশ ছাড়তে এবং কূটনীতিকদের সংখ্যা সীমিত করতে বলেছে।পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি ভারতের তরফে নেওয়া সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে।জানানো হয়েছে, ভারত যদি এই চুক্তি থেকে সরে এসে পাকিস্তানের দিকে জলপ্রবাহ বন্ধ করে বা জল অন্যদিকে চালিত করার চেষ্টা করে, তাহলে তা যুদ্ধের পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। পূর্ণ শক্তি দিয়ে এর জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পাকিস্তান।প্রসঙ্গত, ১৯৬০ সালের বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে সিন্ধু জল বন্টন চুক্তি কিন্তু যুদ্ধ, সংকট ও উত্তেজনা সত্ত্বেও বহাল ছিল।কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ভারতের তরফে এই চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত একটা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে- যে 'চাপ সৃষ্টি' করতে 'জলের মতো মৌলিক সম্পদ ব্যবহার করতে প্রস্তুত।' এই সিদ্ধান্তকে 'বিপজ্জনক পদক্ষেপ' হিসেবে মনে করছেন কেউ কেউ।পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বারবার দাবি করেছেন, ভারতের পক্ষ থেকে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। একই সাথে তিনি এও দাবি করেছেন যে তার কাছে এমন 'তথ্য' রয়েছে যে "আগামী দিনে বালুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়ায় সশস্ত্র কর্মকাণ্ড বাড়াতে ভূমিকা পালন করতে পারে ভারত।"পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ জানিয়েছেন, এমনটা ঘটলে পাকিস্তান তার কড়া জবাব দেবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বিবৃতি ইঙ্গিত করছে যে এই সংকট এখন আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বিবিসিকে জানিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তান মারাত্মক সংকটের দিকে যাচ্ছে।তিনি বলেছেন, "পহেলগাম হামলায় বেসামরিক মানুষের মৃত্যু এবং এর জবাবে ভারতের লক্ষণীয় সিদ্ধান্ত, বিশেষত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা প্রমাণ করে যে পরিস্থিতি আর মধ্য স্তরের উত্তেজনায় সীমিত নেই।"সাবেক মার্কিন কূটনীতিক ও থিংক ট্যাঙ্ক স্টিমসন সেন্টারের পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষজ্ঞ এলিজাবেথ থারলকেল্ড বলেন, "পহেলগামে হামলার পর সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু তা কখন এবং কীভাবে হবে সেটা স্পষ্ট নয়।"তিনি বলেন, "ভারতের যেকোনো হামলায় পাকিস্তান অবশ্যই জবাব দেবে এবং দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, যেখানে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দুই দেশের মধ্যে কারও কাছে পরিষ্কার নাও হতে পারে।"তবে সাম্প্রতিক ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে দুই দেশ যুদ্ধের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে এমন ঘটনা নতুন নয়।গত ২৫ বছরে দেশ ভারত-পাকিস্তান বেশ কয়েকবার একেবারে যুদ্ধের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে।২০০১ সালে সংসদে হামলার পর ভারত পাকিস্তানি বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সীমান্তে দুই দেশই নিজেদের বাহিনী মোতায়েন করে। একইভাবে ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পর ব্যাপক উত্তেজনার পর সীমান্তে একই চিত্র দেখা গিয়েছিল।এরপর ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় হামলার জবাবে ভারতীয় বিমানবাহিনী বালাকোটে বিমান হামলা চালায়। এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান ভারতীয় বিমানকে নিশানা করে ভূপাতিত করে এবং বিমানচালককে আটক করে।এত কিছু সত্ত্বেও, প্রচলিত যুদ্ধ বলতে ঠিক যা বোঝায় তা দেখা যায়নি। কিন্তু বিশ্লেষকদের মতে, এবারের পার্থক্য হলো, কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি জলের মতো 'মৌলিক' বিষয়টাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমির জিয়া বলেন, "ভারতের তরফে অতি দ্রুত পদক্ষেপ দেখা গিয়েছে এবং আমি মনে করি তাদের (ভারতের) পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সেটা দেখার জন্য আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক পদক্ষেপ নিলে পাকিস্তান যে কড়া জবাব দেবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্যজনকভাবে একদিকে ভারতীয় নেতৃত্বের উপর জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ তৈরি হচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো সেখানকার মিডিয়া ও রাজনীতি পাকিস্তানকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। অন্যদিকে ভারতের কর্মকাণ্ডের কড়া জবাব দিতে পাকিস্তানের নেতৃত্বের উপরেও চাপ রয়েছে।"তার মতে, পাকিস্তান যদি আগামী দুই দিনের মধ্যে বিশ্বশক্তিগুলোর পক্ষ থেকে ভারতের ওপর কূটনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে সফল হয়, তাহলে তা (পাকিস্তানের কাছে) সর্বোত্তম বিকল্প হবে। এতে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হওয়া থেকেও রেহাই পাবে।"সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে, তার মধ্য একটা হলো এই পরিস্থিতি প্রশমনে যুক্তরাষ্ট্র কোনও ভূমিকা পালন করতে পারে কি না। সেই সমস্ত প্রশ্নের 'একপ্রকার' নিরসন করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, তার বিশ্বাস ভারত-পাকিস্তান নিজেরাই এই পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে বের করতে পারবে।ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, "আমি ভারতের খুব কাছের এবং আমি পাকিস্তানেরও খুব কাছের।"পর্যটকদের নিশানা করে চালানো হামলার নিন্দা করে তিনি বলেছেন "একটা বাজে আক্রমণ (পহেলগামে বন্দুকবাজদের হামলা) হয়েছে।" কিন্তু এটাও জানিয়েছেন যে দুই দেশের মধ্যে 'সীমান্তে উত্তেজনা' দীর্ঘদিনের। তার কথায়, "পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে অনেক উত্তেজনা রয়েছে, কিন্তু এটা বরাবরই ছিল।"ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্ব সমাধান খুঁজে বের করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, "আমি নিশ্চিত যে তারা কোনওভাবে এটার একটা সমাধান খুঁজে করবে। আমি দুই দেশের নেতাকেই চিনি।"তবে ভারত ও পাকিস্তানের 'সঙ্কটের' বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো কোনও ভূমিকা পালন করতে পারবে না সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই অনুমান করেছিলেন।এলিজাবেথ থারলকেল্ড আগেই বিবিসিকে বলেছিলেন, "ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সঙ্কট ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র হয়তো কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে না।""কারণ ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক গভীর হচ্ছে এবং পাকিস্তানের ওপর আমেরিকার প্রভাব কমছে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন পররাষ্ট্রনীতির ফ্রন্টে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র একটা কার্যকর মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নাও হতে পারে।"

রাখাইনের জন্য করিডর বাংলাদেশের জন্য কতটা বিপদের?

রাকিব হাসনাত

গৃহযুদ্ধে জর্জরিত মিয়ানমারের রাখাইনে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে 'একটি হিউম্যানিটারিয়ান প্যাসেজ বা মানবিক করিডরের' বিষয়ে নীতিগত সম্মতির কথা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এমন সিদ্ধান্ত কারা, কোথায়, কোন প্রক্রিয়ায় এবং কিসের ভিত্তিতে নিচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠছে। বিশ্লেষকদের অনেকে এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে কি-না সেই প্রশ্নও তুলেছেন।তাদের মতে, দেশের ভেতরে রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া এবং একই সাথে মিয়ানমারে জান্তা সরকার ও আরাকান আর্মি ছাড়াও মিয়ানমারে প্রভাব আছে- এমন আঞ্চলিক সব পক্ষ একমত না হলে প্রস্তাবিত করিডরটি বাংলাদেশের জন্য সামরিক ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা দেশগুলো মানবিক করিডরের জন্য বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে মিয়ানমারের সিতওয়ে বন্দর ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের মিয়ানমার উপকূলের অনেক জায়গাই ব্যবহার করতে পারে।আবার রোহিঙ্গা ও মিয়ানমার ইস্যু নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করছেন, এমন গবেষক ও বিশ্লেষকরা বলছেন, এ বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে, এমনকি রোহিঙ্গা ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কোনো আলোচনা হয়েছে- এমন কোনো ইঙ্গিত তারা পাননি। চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ অবশ্য বলছেন, প্রস্তাবিত মানবিক করিডরের ব্যবস্থাপনা জাতিসংঘের হাতে থাকলেও এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতেই থাকতে হবে, যাতে করে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ নিজেই তা বন্ধ করে দিতে পারে।"অন্যথায় বাংলাদেশ প্রত্যাশা করে না এমন কিছুও সেখানে ঘটে যেতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।এদিকে মানবিক করিডর নিয়ে এমন আলোচনার মধ্যেই ঢাকায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একটি দলের সাথে আলোচনায় শনিবার বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল রোহিঙ্গাদের জন্য 'স্বাধীন আরাকান'- প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তুলে ধরেছে বলে জানা গেছে।মিয়ানমারের রাখাইনে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশটির রাজধানী এখনো সরকারি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পাশাপাশি আরাকান আর্মির অস্ত্রসহ অন্য রসদ সরবরাহের পথও জান্তা বাহিনী বন্ধ করে রেখেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।গত বছর এগারই ডিসেম্বর খবর আসে যে আরাকান আর্মি মংডু শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এই প্রথম মিয়ানমারের পুরো একটি রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলো কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠী।এমন পরিস্থিতিতে তখন বিভিন্ন মহল থেকে আরাকান আর্মির সাথে সরকারের যোগাযোগ করার প্রসঙ্গটি আলোচনায় উঠে আসে।তার আগে গত নভেম্বরেই জাতিসংঘ রাখাইনে মানবিক সংকট তীব্র হওয়ার খবর দিয়েছিলো। পরিস্থিতিকে দুর্ভিক্ষের মতো উল্লেখ করে আরও বেশি মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল।এর ধারাবাহিকতাতেই পরে মানবিক করিডরের বিষয়টি পর্দার আড়ালের আলোচনায় উঠে আসে।বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন রবিবার মন্ত্রণালয়ের সাংবাদিকদের জানান, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শর্ত সাপেক্ষে মিয়ানমারের বেসামরিক লোকজনের জন্য করিডর দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।"এতটুকু আপনাদের বলতে পারি, নীতিগতভাবে আমরা এতে সম্মত। কারণ, এটি একটি হিউম্যানিটেরিয়ান প্যাসেজ (ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর জন্য করিডর) একটা হবে। কিন্তু আমাদের কিছু শর্তাবলি রয়েছে, সেই বিস্তারিততে যাচ্ছি না। সেই শর্তাবলি যদি পালিত হয়, আমরা অবশ্যই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সহযোগিতা করব," বলছিলেন তিনি।কিন্তু জাতিসংঘের প্রস্তাবে কী বলা হয়েছে, শর্ত হিসেবে বাংলাদেশ কী চেয়েছে কিংবা সেই একই করিডর দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ফেরত যাওয়ার সুযোগ থাকবে কি-না এসব কিছুই সরকার প্রকাশ করেনি।সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলছেন, সরকার নীতিগত রাজি হয়ে ভালো করেছে কারণ যেই করিডর দিয়ে সহায়তা যাবে সেই একই করিডর দিয়ে বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠিয়ে তাদের জন্য সেখানেই মানবিক সহায়তার কথা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলতে পারবে।তিনি বলছেন, করিডর জাতিসংঘ করলেও এতে যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা ভারত কিংবা এমন আরও কোনো শক্তি যুক্ত আছে কি-না সেটা জানতে হবে এবং তারা কিসের ভিত্তিতে যুক্ত হবে সেটাও সরকারকে পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে এটা করতে গিয়ে প্রতিবেশীদের সাথে যেন নতুন সংকট তৈরি না হয়।আরাকান বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর গত বছর ১৪ই ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রোহিঙ্গা সংকট ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা: বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক বিবেচনাসমূহ' শিরোনামের একটি আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি দেয়া বক্তৃতায় প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সমস্যা ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলি—সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি খলিলুর রহমান আরাকান আর্মির সাথে যোগাযোগের একটি ধারণা দিয়েছিলেন।ওই আলোচনা সভাতেই সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাবেক প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহফুজুর রহমান মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার জন্য ব্যবসা—বাণিজ্য করা ও মানবিক করিডর খোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।এর পর মার্চের শুরুতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড নিয়ে কাজ করা মানবাধিকার সংস্থা ফরটিফাই রাইটস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রাখাইনের যুদ্ধবিধ্বস্ত বেসামরিক নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশ ও আরাকান আর্মির মানবিক করিডর প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে মন্তব্য করে।এর কয়েকদিন পরেই জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ঢাকায় আসেন ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তখন রাখাইনে মানবিক সহায়তার জন্য একটি করিডর চালু করতে বাংলাদেশের কাছে প্রস্তাব দেয় জাতিসংঘ।

আটই এপ্রিল ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে খলিলুর রহমান মানবিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিকল্প না থাকার কথা তুলে ধরেন।তিনি বলেন, "বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র চ্যানেল, যার মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। কারণ, রাখাইনের উপকূল এখনও তাতমাদোর (জান্তা বাহিনী) দখলে এবং অন্যান্য জায়গা দিয়ে সহজে ত্রাণ পৌঁছানো সম্ভব নয়।"তিনি তখন জানিয়েছিলেন যে, মানবিক চ্যানেল (প্রস্তাবিত করিডর) তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও আরাকান আর্মিকে জাতিসংঘই আলোচনায় বসাচ্ছে আর আরাকান আর্মি এবং মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করছে বাংলাদেশ।এক্ষেত্রে আরাকান আর্মির সঙ্গে আলোচনায় জাতিসংঘকে মাঝামাঝি রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, গত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে আলোচনায় 'হিউম্যানিটারিয়ান চ্যানেলে' বাংলাদেশের সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রথম এসেছিলো।মি. রহমান বলেছিলেন, আরাকান আর্মি, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং মিয়ানমার সরকার-সবার সঙ্গে আলোচনা করেই তখন জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে গিয়েছিলেন তিনি।পরদিন নয়ই এপ্রিল মি. রহমানকে একই সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদেও নিয়োগ দিয়ে সরকার জানায়, এখন থেকে তার পদবি হবে 'জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যাবিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ'।এরপর রবিবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানালেন যে, সরকার হিউম্যানিটারিয়ান প্যাসেজ বা করিডরের প্রস্তাবে নীতিগত সম্মতি দিয়েছে।বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন, প্রভাবশালী পশ্চিমা কয়েকটি দেশ দীর্ঘকাল ধরেই বাংলাদেশের কাছে এমন একটি করিডরের পরামর্শ বা প্রস্তাব দিয়ে আসলেও রাজনৈতিক সরকারগুলো ভূ-রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় তাতে কখনো সায় দেয়নি।নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও গবেষকদের কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বে যুদ্ধ চলমান যেসব জায়গায় মানবিক করিডর করা হয়েছে, সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র মানবিক করিডরে সীমাবদ্ধ রাখা যায়নি, বরং এর সঙ্গে সামরিক নানা বিষয় যুক্ত হয়ে পড়েছে।তাদের মতে, বাংলাদেশ এখন রাখাইনে মানবিক সহায়তার জন্য করিডর দিলেও তাতে আদৌ রাখাইনের বেসামরিক নাগরিকদের লাভ হবে কি-না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আরাকান আর্মির রসদ সরবরাহের অন্য পথ বন্ধ করে রেখেছে জান্তা সরকার।ফলে বাংলাদেশের করিডর দিয়ে যাওয়া সহায়তা আরাকান আর্মির হাতেই থাকে কি-না তা নিয়েও কৌতূহল থাকবে। আবার আরাকান আর্মির হাতেও রোহিঙ্গারা নির্যাতিত হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে আরও এক লাখের বেশি রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।মিয়ানমার বিষয়ক গবেষক আলতাফ পারভেজ বলছেন, মানবিক করিডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত হচ্ছে অথচ দেশের মানুষ, রাজনীতিক ও প্রশাসনের কেউ কিছু জানে না বলেই তারা তথ্য পাচ্ছেন।"এসব সিদ্ধান্ত কোথায় হচ্ছে, শর্ত কী, কী হবে কেউ জানে না। সবাইকে অন্ধকারে রেখে এতো বড় সিদ্ধান্তে ঝুঁকি থেকেই যাবে। কারণ এটি জাতীয় নিরাপত্তার সাথে যুক্ত। মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সব পক্ষ একমত হলেও এই করিডরে বাংলাদেশের স্বার্থ কোথায়?," বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন।তার মতে, এ সংক্রান্ত চুক্তিতে সব রোহিঙ্গাকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর সুযোগ না থাকলে বাংলাদেশে এমন চুক্তিরই প্রয়োজন নেই।"বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই মানবিক করিডর হয়ে আছে বলেই ১৩ লাখ রোহিঙ্গা এখানে আসতে পেরেছে। এখন করিডর হলে সেখানে তাদের ফেরত পাঠানোর নিশ্চয়তার কথাই সরকারকে আগে নিশ্চিত করতে হবে"।আবার মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সংলগ্ন ওই এলাকায় ভারত ও চীনসহ অনেকগুলো শক্তি সক্রিয়। অন্যদিকে আমেরিকা দীর্ঘকাল ধরে চীনের প্রভাব বলয়ে ঢুকতে চাইছে।এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশে মানবিক করিডর হলে এবং সেখানে কোনো পক্ষ থেকে আঘাত এলে সামরিক ঝুঁকি তৈরি হবে বলে মনে করেন মিয়ানমারের সিতওয়েতে বাংলাদেশ মিশনের সাবেক প্রধান মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) এমদাদুল ইসলাম।"অতীতে মিয়ানমারের শান রাজ্যে এমনটি হয়েছে। আর এমন প্যাসেজের জন্য বঙ্গোপসাগর, সিতওয়ে, মংডুর ওপরের দিকে রুট তো খোলাই হচ্ছে, এতে তাহলে বাংলাদেশকে জড়ানো হচ্ছে কেন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।আবার কারও কারও মধ্যে এমন উদ্বেগও আছে যে জাতিসংঘ বা পশ্চিমাদের চাপের কারণে কোনো করিডর বাংলাদেশ চালু করলে শেষ পর্যন্ত সেটি অস্ত্র ও মাদক পাচারের রুট হয়ে দাঁড়ায় কি-না।সেক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আরাকান আর্মির ভূমিকা কী হবে তা নিয়েও উদ্বেগ আছে।

কারণ এখন তাদের হাত থেকে বাঁচতেও অনেকে বাংলাদেশে আসছে।আরেকজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মোঃ বায়েজিদ সরোয়ার বলছেন, মার্চে মানবিক করিডরের বিষয়টি আলোচনায় এসেছিলো কারণ সেখানে খাদ্য, ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছিলো।তার মতে, করিডরের প্রস্তাবে বাংলাদেশ রাজি হলে আপাতত যে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ সেটা কমতে পারে।

চিঠিপত্র

আধিপত্যবাদের ভয়াবহ ছবি

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যত বেশি জানে তত কম মানে' (২৭-৩) প্রবন্ধটি আধিপত্যবাদের এক ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই ফ্যাসিবাদের এক ভয়াল ছায়া নেমে আসছে আমেরিকায়। ফ্যাসিবাদী শাসকরা সর্বপ্রথম শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চায়, কারণ শিক্ষা থাকলেই মানুষ প্রশ্ন করার সাহস পাবে। আমেরিকার সমাজে সাধারণ মানুষদের অধিকার সব দিক দিয়েই খর্ব করা হচ্ছে। অথচ এই সাধারণ মানুষরাই ট্রাম্পকে আবার ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। বর্তমান বিশ্বে একটাই ধারা চলছে— আধিপত্যবাদ ও একনায়কতন্ত্রবাদ। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা কি পিছু হটছে?মানুষ বিশ্বাস করছে যে, এক জন শক্তিশালী নেতা তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমেরিকার ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে। সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যা, অভিবাসী সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছে। আর তাঁর সঙ্গে জোট বেঁধেছেন ইলন মাস্ক। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে আমেরিকার সমগ্র সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের সর্বত্র এর প্রভাব পড়তে বাধ্য, কারণ আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ।এই মুহূর্তে আমেরিকায় পুঁজিবাদের রুদ্ররূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুঁজিপতিরাই সব নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। এখন বিশ্বের কয়েকজন মাত্র পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত। আমেরিকা এক সময় পরিচিত ছিল উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে, আমেরিকান সংবিধান হল অন্যতম কঠিন সংবিধান যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। ভারত-সহ বহু দেশের কাছে আমেরিকা একটি স্বপ্নের দেশ। কিন্তু সেই স্বপ্নের দেশ যদি কয়েকটা মানুষের স্বার্থের কারণে অন্ধকারের যুগে প্রবেশ করে তা হলে গোটা পৃথিবীর উদ্বেগ। লেখক একদম ঠিক কথা বলেছেন যে, গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর মতো সরাসরি হত্যার ঘটনা হয়তো ঘটবে না, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হবে। কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটবে জলবায়ু বিপর্যয়ে, ভয়ঙ্কর রোগে আর অনাহারে।ভারতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, ভারতেও আধিপত্যবাদ সর্বগ্রাসী রূপ নিচ্ছে। ধর্মীয় মেরুকরণ চরম রূপ ধারণ করছে, শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান যুগকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, মানুষের মগজধোলাই করার চেষ্টা চলছে সব দিক থেকে। একই সঙ্গে অল্প সংখ্যক কিছু পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ সম্পদ জমা হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে?

- দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-৮৬

শিয়রে দুর্দিন

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যত বেশি জানে তত কম মানে' শীর্ষক প্রবন্ধে উঠে এসেছে রাষ্ট্রনায়কদের আমিত্ব, আস্ফালন আর দখলদারির স্পৃহা। সব দেশে সব যুগে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রনায়কদের এটাই স্বরূপ। তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনে ধর্ম বা বিজ্ঞানকে চালিত করার চেষ্টা করেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে মিথ্যা ধর্মীয় পোশাক বা বিজ্ঞানের নামাবলি ধারণে কুণ্ঠিত নন। আর ক্ষমতাসীন হলেই বহুরূপীর মতো রং পাল্টান, জল্লাদের পোশাক গায়ে চাপান। হয়ে ওঠেন নতুন ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরা চান যুক্তি নয়, শিক্ষা নয়, প্রশ্ন নয়, শুধুই আনুগত্য। সকলকে আভূমি নত হয়ে বলতে বাধ্য করেন তিনিই ভগবান, তিনিই সর্বেসর্বা। এমন স্বৈরাচারী শাসকের কোপে পড়ে যান কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী, সমাজ-সংস্কারক, বুদ্ধিজীবী ও বিরোধী রাজনীতিবিদরা। এর পরেও এমন শাসকদের কিছু উগ্র মৌলবাদীরা সমর্থন করে। তাদের সৌজন্যে বাকিরা আতঙ্কে শাসকের দাসরূপে নিজেদের সঁপে দিতেবাধ্য হয়।বর্তমানে এমনই এক বিপজ্জনক শক্তির প্রতিনিধি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর ঘোষিত 'বাহুবল' নীতিতে শঙ্কিত বিশ্ব। এই প্রতাপ অন্য কিছু রাষ্ট্রনেতা নতজানু হয়ে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি তাঁর নিজের দেশে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, সরকারি জাদুঘর একের পর এক বন্ধ হতে চলেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা অসংখ্য পড়ুয়া, গবেষক, শিক্ষক, চাকরিজীবী রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়বে। আসলে ট্রাম্পের উগ্র ভক্ত 'হোয়াইট খ্রিস্টান ন্যাশনালিস্ট'রা কলা, বিজ্ঞান কোনওটাতেই বিশ্বাসী নন। মারাত্মক প্রাণঘাতী রোগের জন্য প্রতিষেধক বা প্রতিরোধের জন্য গবেষণার প্রয়োজনও মনে করছেন না।এমন স্বৈরাচারীরাও বেঁচে থাকেন ইতিহাসে, তবে মানুষের হৃদয় জুড়ে নয়। যেমন বেঁচে আছেন মুসোলিনি, হিটলার। বিরোধী শক্তি বা জাতিকে হিটলার তো রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছেন। তবে আজ দিন বদলেছে, বদলেছে কৌশল। তাই অভিবাসীদের উপর নিষ্পেষণ, অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ, জলবায়ুর কৃত্রিম বিপর্যয় ঘটিয়ে রোগে-দুর্ভিক্ষে দেশের পর দেশ সমূলে উজাড় করতে বদ্ধপরিকর এঁরা। তারই নমুনা রেখে চলেছেন ইজ়রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, আমেরিকার ট্রাম্প, বাংলাদেশের সরকার আর আমার ভারতের গদিতে আসীন ট্রাম্পের বন্ধুবর। এঁরা চান প্রশ্নহীন আনুগত্য। তবুও আমরা তিমির হননের গানে বিশ্বাস রেখেছি।

- সূর্যকান্ত মণ্ডল, কলকাতা-৮৪

সমস্যার মূলে'অর্থমনর্থম্'

(১১-৪) শীর্ষক সম্পাদকীয় পড়লাম। এটা নির্জলা সত্য যে, বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিতে গেলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বহু টাকা খরচ করতে হয়। দিন দিন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমার মতে সেটিই ফি বৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়। মূল সমস্যা হল, এখনকার অধিকাংশ সরকারি স্কুলে তেমন ভাবে পড়াশোনা হয় না। অভিভাবকদের বক্তব্য একই, ওখানে প্রচুর ছুটি, পড়াশোনা হবে কোত্থেকে! অথচ গত শতকের শেষ দিকেও দেখেছি, পরিচিত ছেলেমেয়েরা নামী সরকারি স্কুলে পড়তে যাচ্ছে। আবার নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি অবধি দেখেছি, বেসরকারি স্কুলে প্রাপ্ত নম্বরের ১০% কমিয়ে তবে সেখানকার শিক্ষার্থীদের কলেজে বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে যোগ্য বলে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারি স্কুলে যে ৫০% নম্বর পাবে তার সঙ্গে লড়তে গেলে বেসরকারি স্কুলে অন্ততপক্ষে ৬০% নম্বর পেতে হবে।আর এখন সরকারি স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা সমাজে কেমন অভ্যর্থনা পায়, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতএব সরকার যতই বেসরকারি স্কুলগুলিতে পড়ার খরচ বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, অন্য ভাবে তারা টাকা তুলবে, আর অভিভাবকরা দরকার হলে ঘটিবাটি বিক্রি করেও ছেলেমেয়েদের সেখানেই পড়াবেন।বিকাশ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৫০কাগজের টিকিটমেট্রোয় কিউআর কোড দেওয়া কাগজের টিকিট ব্যবহার করার ফলে সমস্ত স্টেশন অত্যন্ত অপরিষ্কার ও নোংরা হয়ে যাচ্ছে।

যাত্রীরা মেট্রো সফরের পরে এই কাগজের টিকিটগুলি স্টেশনের যত্রতত্র ফেলে দিচ্ছেন, যার ফলে স্টেশনের সিঁড়ি ও প্রবেশপথ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। 'কাগজবিহীন যুগে কেন মেট্রোয় কিউআর কোডের টিকিট, প্রশ্ন' (১২-৪) প্রতিবেদনে এ বিষয়টির উল্লেখ পেলাম না।এই সমস্যা এড়াতে কয়েকটি ব্যবস্থা করা যায়। যেমন, স্টেশনের স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলির পাশে ডাস্টবিন রাখা যায়। সেখানে সম্ভব হলে মেট্রো কর্মীকে মোতায়েন করা যায়, যাঁরা যাত্রীদের নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে টিকিটগুলি ফেলতে অনুরোধ করবেন। স্টেশনের টেলিভিশনে, নিয়মিত ভাবে মেট্রোর কামরাতে এ নিয়ে ঘোষণা করা হতে থাকলে মানুষ সচেতন হবেন। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর, স্টেশন চত্বর ও সিঁড়িগুলি সাফাই করা হোক।

- অমিত দাস, কলকাতা-৪৫

হোয়াটস অ্যাপ-এ বিপ্লব!

ভয়েস মেসেজ পাঠানোর পদ্ধতিতে বড় বদল

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য দারুণ সুখবর! এবার ভয়েস মেসেজ পাঠাতে আর ধরে রাখতে হবে না মাইক বাটন, এক ট্যাপেই রেকর্ড শুরু! জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ WhatsApp এবার ভয়েস বার্তা পাঠানোর পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে। WABetainfo-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, WhatsApp এবার এমন একটি ফিচার নিয়ে আসছে, যেখানে মাইক আইকনে একবার ট্যাপ করলেই ভয়েস রেকর্ডিং শুরু হয়ে যাবে। আগের মতো মাইক টিপে ধরে রাখা বা উপরের দিকে স্লাইড করার কোনও ঝামেলা থাকছে না।

এক ট্যাপেই রেকর্ডিং শুরু, মেসেজ শেষ হলে আবার এক ট্যাপে পাঠানো—আরও সহজ, আরও স্মার্ট। এই মুহূর্তে ফিচারটি রয়েছে শুধুমাত্র iOS বিটা ভার্সনে (ভার্সন: 25.13.10.70)। অর্থাৎ, আপাতত কেবলমাত্র বিটা টেস্টাররাই এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

বিটা ভার্সনে সাইন আপ করতে হলে ব্যবহারকারীদের 'TestFlight' অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে, যা অ্যাপল কর্তৃক পরিচালিত একটি অফিসিয়াল বিটা প্ল্যাটফর্ম। WhatsApp সম্প্রতি আরও কিছু চমকপ্রদ ফিচার নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম, Advanced Chat Privacy—যার সাহায্যে কেউ আর আপনার চাট এক্সপোর্ট করতে পারবে না। এছাড়াও, ইনস্টাগ্রামের সঙ্গে মিলে WhatsApp এখন স্ট্যাটাস শেয়ারিং সুবিধাও চালু করেছে।

অর্থাৎ, ইনস্টাগ্রাম রিল সরাসরি WhatsApp-এ শেয়ার করা যাবে এখন থেকে। WhatsApp যে কেবল চ্যাটিং অ্যাপ নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মে রূপ নিচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভয়েস মেসেজের এই নতুন ট্যাপ-টু-রেকর্ড ফিচার ব্যবহারকারীদের জন্য একদিকে যেমন সময় বাঁচাবে, তেমনই ব্যবহারও আরও সহজতর করে তুলবে।

ইউরোপের শতকরা পাঁচ ভাগ লোক জীবনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি

অনেক মানুষের কাছেই ইন্টারনেট ব্যবহার এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার মতো। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেট ব্যবহারের না করে চলাফেরাও করাও মুশকিল। প্রযুক্তির এই যুগে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া, কারো বিষয়ে সন্ধান করা, কোনো বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া, বিমান টিকিট কেনা কিংবা দৈনন্দিন কেনাকাটা অর্থাৎ দিনের প্রয়োজনীয় সব কিছুতেই দরকার ইন্টারনেট।

কিন্তু ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ জার্মানিতে দেশের চার ভাগ মানুষ জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি, এমন তথ্য সামনে আসলে ভ্রু কুঁচকাতে হয় বৈকি। সবশেষ এক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে এই তথ্য। জার্মানির জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের ২০২৪ সালের হিসাবে দেখা গেছে, দেশটির ২৮ লাখ মানুষ জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি। এই সংখ্যা জার্মানির মোট জনসংখ্যার চার ভাগ।

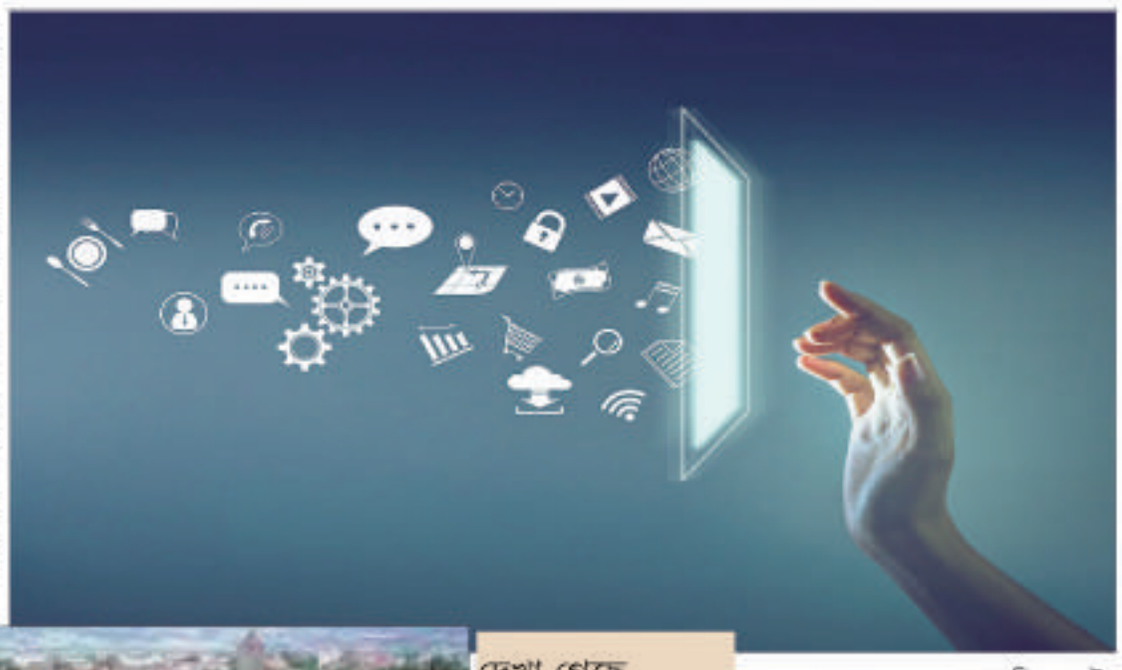

দেখা গেছে, বয়স যত কম, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ততো বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, ইউরোপের শতকরা পাঁচ ভাগ লোক জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি।

সরকারের হিসেবে অনুযায়ী, জার্মানির জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট কোটি।পুরো ইউরোপ জুড়ে পরিচালিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা থেকে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে।সরকারের দপ্তরের তথ্য মতে, ১৬ থেকে ৭৪ বছর বয়সিরা এই তালিকায় রয়েছেন।

যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন না তাদেরকে অফলাইনার বলে অভিহিত করেছে সরকার। পরিসংখ্যান আরো বলছে, ৬৫ থেকে ৭৪ বছর বয়সিদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার না করার প্রবণতা বেশি। দেখা গেছে, বয়স যত কম, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ততো বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, ইউরোপের শতকরা পাঁচ ভাগ লোক জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি।

নেদারল্যান্ডস এবং সুইডেনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশ দুটিতে অফলাইনারদের সংখ্যা এক ভাগের কম। ইন্টারনেট ব্যবহরা না করার দিক থেকে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ক্রোয়েশিয়। দ্বিতীয় অবস্থানে গ্রিস।

ক্রোয়েশিয়াতে এই সংখ্যা শতকরা ১৪ ভাগ এবং গ্রিসে শতকরা ১১ ভাগ। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন বলছে, ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে ৩২ ভাগ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি।

এআই সেন্সর দিয়ে দাবানল ঠেকাবে টিউনিশিয়াটিউ

নিশিয়া অনেক বছর ধরে খরার সঙ্গে লড়ছে। চরম শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে দাবানলের সংখ্যা বেড়েছে, যা মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতি করছে। এই ক্ষতি কমাতে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে বন বিভাগ।তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় আগুনের সম্ভাব্য উৎস আগেই জানার চেষ্টা করছে। এ লক্ষ্যে স্টার্ট-আপ 'স্মার্ট ফর গ্রিন'-এর সঙ্গে কাজ করছে বন বিভাগ। উত্তরাঞ্চলের রাস জেবেল এলাকায় ৩০০ হেক্টরের বেশি বন পর্যবেক্ষণে রাখতে এআই সেন্সর বসানো হয়েছে।স্টার্ট-আপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাদের সাহলি বলেন, ''আমরা সেন্সর হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছি। এটা আগুনের উৎস চিহ্নিত করতে পারে এবং ভবিষ্যতে আগুন লাগার আশঙ্কা আছে কিনা তা-ও বলতে পারে। আগুনের উৎস চিহ্নিত করার পর এটা সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে।'' তবে এটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে, তাই এখন তথ্যগুলো শুধু স্টার্টআপকে পাঠানো হচ্ছে।স্মার্ট ফর গ্রিন এর প্রতিষ্ঠাতা করিম ফাতাল্লাহ বলেন, ''সেন্সরগুলো আমাদের বনের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এবং সারা বছর বনে কী হচ্ছে তা জানতে সহায়তা করে। এর মানে হচ্ছে, আমরা বনের এমন এক মানচিত্র তৈরি করতে পারবো, যেখানে আগুন লাগার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা থাকবে। এছাড়া কোথায় গাছ বেশি শুকিয়েছে তাও জানা যাবে।''টিউনিশিয়ায় সামগ্রিকভাবে কম বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে খরা চলছে। গত দশকে আগুনে পুড়ে যাওয়া জমির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি ছিল।দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখনও বনভূমিতে ঢাকা। আর প্রায় দশ লাখ মানুষ বনে বাস করেন। বর্তমানে তারা ও স্থানীয় বনকর্মীরা আগুন লাগার পরই শুধু তার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন।

আইপিএলের ১২তম 'খিলাড়ি': কে এই রহস্যময় "চম্পক"?

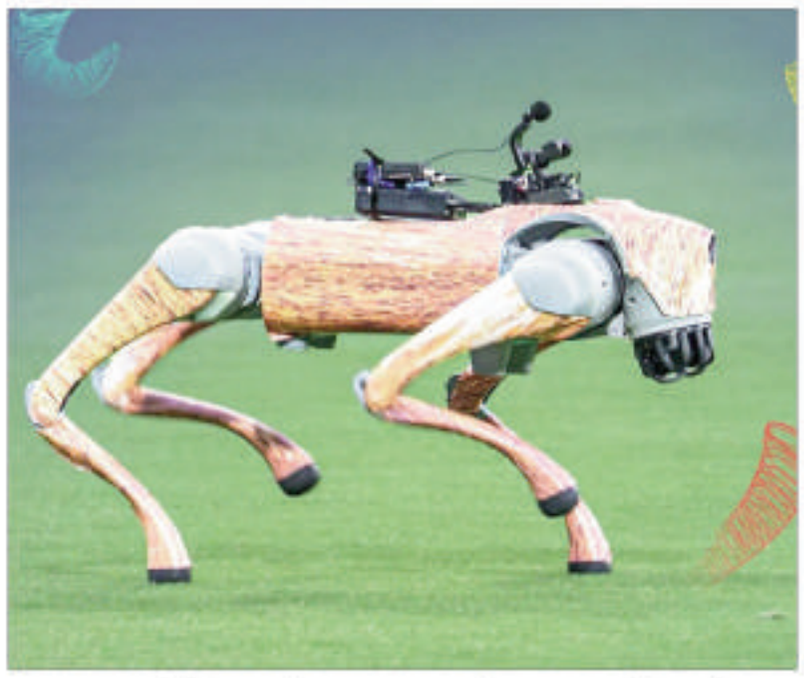

২০২৫ সালের আইপিএল মানেই চমক। ছক্কা, চারের বাইরেও এবারের আইপিএল যেন এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। কিন্তু মাঠে বল গড়ানোর বাইরে নজর কেড়েছে এমন এক নতুন চরিত্র, যাকে নিয়ে এখন গোটা ইন্টারনেট উত্তাল। তাকে বলা হচ্ছে—"চম্পক"। কিন্তু কে এই চম্পক? প্লেয়ার না, কোচ না, এমনকি ম্যাচ অফিসিয়ালও না। তবু সবাই ওকে দেখছে, ওর সাথে কথা বলছে, ভিডিও তুলছে, ভাইরাল করছে। চম্পক আসলে একজন রোবোট—তাও আবার কুকুর রূপে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। ২০২৫ সালের আইপিএলে দেখা গিয়েছে এক অভিনব রোবোটিক কুকুর, যার কাজ শুধু মাঠে ঘোরাঘুরি নয়, বরং খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নজরদারি, আবহাওয়ার অবস্থা বোঝা, এমনকি ভবিষ্যতে পানীয় পরিবেশন করাও। এই চম্পকের পরিচয় নিয়েই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর আলোচনা—আর নামটাও যেন একেবারে ভাইরাল: চম্পক।প্রথম দেখা মিলেছিল ১৩ই এপ্রিল দিল্লিতে, দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচে। সবাই ভেবেছিল একটা নতুন ধরনের প্রমোশনাল গিমিক। কিন্তু ম্যাচ চলার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল, ব্যাপারটা অনেক বড়। এই রোবোটিক কুকুরটি মাঠে চলাফেরা করছে, খেলোয়াড়দের পাশে ঘুরছে, হাত নাড়ছে, এমনকি কিছু ভিডিওতে তো রীতিমতো করমর্দন করছে ক্রিকেটারদের সঙ্গে—ঋষভ পন্থের সাথে যেমন দেখা গেছে এক ভাইরাল ক্লিপে।কিন্তু কে তৈরি করেছে এই চম্পককে?জানা গেছে, আইপিএলের এই নতুন সদস্যটি এসেছে WTvision, ওমনিক্যাম ও বিসিসিআই-এর মিলিত উদ্যোগে। চম্পক আসলে একটি উচ্চ প্রযুক্তির রোবোটিক ক্যামেরা কুকুর। এর ভেতরে আছে আধুনিক সেন্সর, ক্যামেরা এবং স্বয়ংক্রিয় চার্জিং প্রযুক্তি। প্রায় ১৪ কেজি ওজন বহনে সক্ষম এই রোবো-কুকুর মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ভিডিও তোলে, খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করে এবং এমনকি নিজে থেকে পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াতেও পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ইতিমধ্যে ভরে গেছে চম্পকের ভিডিও আর ছবি দিয়ে। কখনও দেখা যাচ্ছে ধোনি আর কোহলির পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কখনও আবার লাফাচ্ছে বা হাত নাড়ছে দর্শকদের উদ্দেশে। কেউ বলছেন "আইপিএলের মাসকট", কেউ আবার মজা করে লিখছেন "চম্পক ভাইয়ের মতো যদি সব কাজের রোবোট থাকত!"চম্পকের এমন জনপ্রিয়তার পেছনে যে শুধুই প্রযুক্তির প্রদর্শন রয়েছে তাই নয়, রয়েছে এক মজার অনুভূতিও। এটা শুধু একটি যন্ত্র নয়, বরং এক 'চরিত্র'—যার মধ্যে আছে প্রাণ, অভিব্যক্তি এবং মজা। আমেরিকার ফুটবল লিগে ড্রোন ক্যামেরা খেলোয়াড়দের বিরক্ত করে, অথচ আইপিএলে এই চম্পক যেন সবার প্রিয়। শোনা যাচ্ছে, আগামী দিনে চম্পক মাঠে পানীয় পৌঁছে দেবে, খেলোয়াড়দের জন্য তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যতথ্য দেবে, এমনকি দর্শকদের ইন্টারঅ্যাকটিভ অভিজ্ঞতা দিতেও সক্ষম হবে। চম্পক এখন আর কেবল রোবোট নয়—এ এক নতুন আইকন, এক ব্র্যান্ড এম্বাসাডর। খেলোয়াড়দের মাঝে, দর্শকদের মনে, আর সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডিং তালিকায়—চম্পকই এখন IPL-এর ১২তম খেলোয়াড়।

স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের জগতে প্রবেশ অ্যামাজনের!

চালু হল ২৭টি টার্মিনালস্যাটেলাইট ইন্টারনেটের জগতে , এখন পর্যন্ত কেবল এলন মাস্কের ইন্টারনেট কোম্পানি স্টারলিংকের নাম জ্বলজ্বল করছে। ভারতেও তার পরিষেবা শুরু করতে চায় স্টারলিংক। জিও এবং এয়ারটেলের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে এলন মাস্কের ইন্টারনেট কোম্পানি। ওয়ানওয়েবের মতো আরও অনেক কোম্পানি বিশ্বকে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করছে। এবার এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করল অ্যামাজন। অ্যামাজন বছরের পর বছর ধরে তার প্রজেক্ট কুইপার সম্পন্ন করার স্বপ্ন দেখছে। কেবল একটি বা দুটি নয়, বরং ৩,০০০ এরও বেশি উপগ্রহ পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে পাঠাবে এই সংস্থা। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই কাজ। ২৭টি ইন্টারনেট স্যাটেলাইটের প্রথম ব্যাচ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে অ্যামাজন।রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সালে প্রজেক্ট কুইপার ঘোষণা করেছিল অ্যামাজন। সোমবার কোম্পানিটি এই কার্যক্রম চালু করে। ২৭টি ইন্টারনেট টার্মিনাল নিম্ন-পৃথিবী কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অ্যামাজনের এই প্রকল্পের মূল্য প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার।

মহাকাশে মোট ৩২৩৬টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের লক্ষ্য কোম্পানিটির। এই ক্ষেত্রে, সরাসরি এলন মাস্কের কোম্পানি স্টারলিংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে অ্যামাজন। বিশ্বব্যাপী স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবায় স্টারলিংকের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আসছে অ্যামাজনের প্রজেক্ট কুইপার'। ইন্টারনেট-অনুপলব্ধ বা দুর্ভেদ্য এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিতে অ্যামাজন শুরু করেছে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ।

সম্প্রতি, ইউনাইটেড লঞ্চ অ্যালায়েন্সের (ULA) সহায়তায় অ্যাটলাস রকেটের মাধ্যমে কুইপারের উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই উৎক্ষেপণে অ্যামাজন স্টারলিংকের কোনও সহায়তা নেয়নি মূলত গত বছরই কুইপার চালুর পরিকল্পনা ছিল, তবে তা বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে যায়।

ম কি ন

ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন (FCC) অ্যামাজনকে ২০২৬ সালের মধ্যভাগের আগেই কমপক্ষে ৫০% উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে, অর্থাৎ আগামী বছরের জুনের মধ্যেই প্রায় ১৫০০ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করতে হবে।বর্তমানে স্টারলিংক ইতিমধ্যেই আমেরিকা ছাড়াও আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা ছড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে অ্যামাজন মাত্র ২৭টি উপগ্রহ নিয়ে শুরু করছে আমেরিকা থেকে। তাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ও পরিষেবার ব্যাপ্তি বাড়াতে অ্যামাজনকে দ্রুততার সঙ্গে আরও বহু টার্মিনাল মহাকাশে পাঠাতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তি ও গতি—এই দুই ক্ষেত্রেই যদি অ্যামাজন এগিয়ে যেতে পারে, তবে আগামী দিনে স্টারলিংককে কড়া টক্কর দিতে পারে কুইপার।

নির্মাণকাজে এবার আসবে কংক্রিটের বিকল্প?

নির্মাণ উপকরণ হিসেবে কংক্রিট পরিবেশবান্ধব নয়। বিশ্বব্যাপী কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ৮ শতাংশের জন্য দায়ী এটি। তাই জার্মানিতে বিশেষজ্ঞরা কংক্রিটের বিকল্প খুঁজছেন। এজন্য তারা প্রকৃতির দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। যেমন ফাঙ্গাস বা ছত্রাক। কিন্তু গাছ একসঙ্গে বেড়ে উঠে কীভাবে অবকাঠামো গড়তে পারে? ২০ বছর ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন স্থপতি ফার্দিনান্দ লুডভিগ। তিনি ভবন ও গাছের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে চান। সে কারণে শহরের মধ্যে একধরনের ট্রি-হাউস নির্মাণ করছেন তিনি।গাছ দিয়ে ভবন তৈরি করলে কেমন হতে পারে তা তুলে ধরতে ১২ বছর আগে জার্মানিতে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করেছিলেন লুডভিগ। "প্লেন ট্রি কিউব' নামের এই প্রকল্পটি এখন ১০ মিটার উঁচু হয়েছে। ভবনের ছয়টি তলার প্রতিটিতে একই সময়ে টবে প্লেন গাছ লাগানো হয়েছিল। স্থপতি ইয়াকব রাউশার বলেন, ''প্লেন গাছগুলো বেড়ে ওঠার সময় একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে তাদের একসঙ্গে আরও বাড়তে দেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের।''গাছগুলো বড় হওয়ার পর টব সরিয়ে নেওয়া হবে। এক হাজারের বেশি প্লেন গাছ লাগানো হয়েছে, কারণ, রোগ বা ঠান্ডায় জমে গিয়ে অনেক চারা মারা গেছে। অল্পসময়ে নির্মাণ করতে চাইলে ফাঙ্গাস ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ইগলু বাড়িটি কাঠ ও ফাঙ্গাসের প্যানেল দিয়ে তৈরি। উপরের অংশ ধরতে নরম হলেও প্যানেলগুলো শক্ত। নরম ফাঙ্গাস থেকে শক্ত উপকরণ কীভাবে পাওয়া সম্ভব? এক্ষেত্রেও প্রকৃতি অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে।টিন্ডার ফাঙ্গাস পর্ণমোচী গাছে জন্মাতে পছন্দ করে। নিজেকে কাঠের সঙ্গে আটকে রাখে।

প্লাস্টিক রিসাইকেল করে কি লাভ?

আমরা প্রতি বছর পাহাড় পরিমাণ প্লাস্টিক ফেলে রাখি। ২০২২ সালে বিশ্বে প্রায় ২৬ কোটি ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র ১৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ কোটি ৮০ লাখ টন রিসাইকেল করা গেছে। বাকিটা হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়, নয়তো জমা হয় ভাগাড়ে। প্লাস্টিক দূষণের কারণে যে আমাদের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু এত বছরেও প্লাস্টিক রিসাইকেলের হার তেমন বাড়েনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, প্লাস্টিক রিসাইকেল করে আসলেই কি কাজের কিছু হচ্ছে? নাকি রিসাইকেল করে প্লাস্টিক কমানোর আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো?প্লাস্টিকের সমস্যাটা কিন্তু আমাদের ভাবনার চেয়েও জটিল। গত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কিন্তু অনেক দেশেই এই আবর্জনাগুলো জমা করা, আলাদা করা এবং রিসাইকেল করার মতো তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। যত প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, তার মাত্র ২৭ শতাংশ জমা করে রিসাইকেলের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও অর্ধেক রিসাইকেল হয়। চীনের সিছুয়া ইউনিভার্সিটির গবেষক কোয়ানইন তান প্লাস্টিক নিয়ে গবেষণা করেছেন দীর্ঘদিন। তিনি বলেছেন, 'প্লাস্টিক বর্জ্যের

একটা বড় অংশ আসে আমরা যা খাই বা ব্যবহার করি, তার প্যাকেট থেকে। সারা বিশ্বে যত প্লাস্টিক ব্যবহার হয়, তার ৪৪ শতাংশই এই প্যাকেজিংয়ের জন্য দায়ী।'প্লাস্টিকের প্যাকেটগুলো খুব সস্তা হওয়ায় মানুষ একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেয়। রিসাইকেল কোম্পানিগুলোর জন্য এগুলো জমা করা আর আলাদা করা বেশ খরচসাপেক্ষ। তাছাড়া প্যাকেজিংয়ে এত রকমের প্লাস্টিক আর নানা রকমের জিনিস মেশানো হয় যে কোনটা রিসাইকেল করা যাবে আর কোনটা যাবে না, তা আলাদা করাও কঠিন। এমনকি অনেক সময় নতুন প্লাস্টিক তৈরি করার চেয়ে রিসাইকেল করার খরচ বেশি পড়ে যায়। ফলে কোম্পানিগুলো প্লাস্টিক রিসাইকেল করতে তেমন আগ্রহী হয় না। এর সঙ্গে আরও একটা সমস্যা হলো, অনেক দেশে রিসাইকেলের জন্য দরকারি সাধারণ ব্যবস্থাও নেই। যেমন, বাড়ি থেকে আবর্জনা নেওয়ার নিয়মিত সার্ভিসে সমস্যা দেখা যায়। শুধু দরিদ্র দেশেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও মাত্র ৫ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল করা হয়, আর ৭৫ শতাংশের বেশি পাঠানো হয় ভাগাড়ে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষক আর্থি রাফট-

টালবট বলেছেন, 'নতুন প্লাস্টিক তৈরির জন্য আমাদের একটা বিশাল অবকাঠামো আছে। কিন্তু প্লাস্টিক রিসাইকেল করার জন্য তেমন উন্নত কোনো ব্যবস্থা নেই।'ফলে অনেক দেশে এখন রিসাইকেল করার বদলে প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলার পথ বেছে নিচ্ছে। ২০২২ সালে ৩৪ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য এভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কিছু অঞ্চলে তো এই হার আরও বেশি। যেমন, জাপান ৭০ শতাংশ, চীন ৬০ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৩৮ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলে।অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ভাগাড়ে ফেলার চেয়ে পুড়িয়ে ফেলা ভালো। কারণ, এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। কিন্তু এতে গ্রিনহাউস গ্যাসও বের হয়। তাছাড়া এটা প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার নয়, বরং একেবারে শেষ করে দেওয়া। তবে এত সমস্যা থাকার পরেও আমাদের এখনই প্লাস্টিক রিসাইকেল করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। যেসব দেশে ভালো রিসাইকেল ব্যবস্থা আছে এবং সরকার সাহায্য করছে, সেখানে প্লাস্টিক রিসাইকেলের হার বিশ্ব গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। জাপানে প্রায় ২০ শতাংশ এবং চীন ২৩ শতাংশ প্লাস্টিক রিসাইকেল করে। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। খুব নিখুঁতভাবে যদি প্লাস্টিক সংগ্রহ ও আলাদা করাও যায়, তবু সব প্লাস্টিক রিসাইকেল করা যাবে না। গত ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা প্লাস্টিক তৈরি করেছি, সেগুলোকে আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, সেই চেষ্টাও করেছি। কিন্তু এই প্লাস্টিকগুলো কীভাবে রিসাইকেল করা যায়, তা নিয়ে খুব বেশি কাজ করা হয়নি। তবে ভালো খবর হলো, এখন দিন দিন আরও উন্নত হচ্ছে। নতুন কেমিক্যাল রিসাইকেলের সাহায্যে প্লাস্টিককে ভেঙে মূল রাসায়নিক উপাদানে পরিণত করা সম্ভব। মানে প্লাস্টিক তৈরির সময় রাসায়নিক যেমন ছিল, সে অবস্থায় নেওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা এখন এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাই নতুন প্রযুক্তি তৈরি হবে, প্লাস্টিক রিসাইকেলের নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি আসবে। সব মিলিয়ে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। ধীরে ধীরে এই নতুন প্রযুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে হয়তো বিশ্বে প্লাস্টিক রিসাই-ক্লিংয়ের হার বাড়বে। আর যেসব যাদের দেশে ভালো রিসাইকেল ব্যবস্থা আছে, তারা অবশ্যই তাদের পানীয়ের বোতল আর দইয়ের পাত্রগুলো রিসাইকেলের জন্য আলাদা করে রাখুন।

আলোতেই ঢেকে যায় তারা!

দূষণের চাদরে মুখ ঢাকা কলকাতার রাত!

রাত নামলেই একসময় আকাশভরা তারা ফুটে উঠত। সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ কিংবা ধ্রুব। সব ছিল চেনা বন্ধুর মতো। কিন্তু এখন যেন শহরের আকাশে তারা নেই! কলকাতার রাত আজ নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ। আলোকদূষণের ভারে তারা ঢাকা পড়ে গিয়েছে অদৃশ্য এক চাদরে জ্যোতির্বিদ্যার বইয়ের পাতা জুড়ে ছড়ানো যে তারামণ্ডলের গল্প, বাস্তবের শহুরে আকাশে তা কেবল স্মৃতি। আধুনিক কলকাতার ঝাঁ-চকচকে রাস্তাঘাট, গগনচুম্বী অট্টালিকা, এবং সারারাত জ্বলে থাকা অপ্রয়োজনীয় আলো যেন আকাশের স্বাভাবিকতা কেড়ে নিচ্ছে। টেলিস্কোপের লেন্সও আজ অসহায়! আলোক ও ধূলিকণার ছায়া ভেদ করে তারাদের দেখা

মেলে না বিজ্ঞানীরাও চিন্তিত। শহরের আলো ব্যবস্থায় কোনও পরিকল্পনার ছাপ নেই। কোথায় কতটা আলো দরকার, তা না ভেবেই জ্বলে যাচ্ছে

অজস্র বাতি। পরিবেশবিদদের মতে, এ এক প্রকার 'আলোক-জঞ্জাল'। এর ফলেই আকাশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তারা, অন্ধকার রাতও হারাচ্ছে তার সৌন্দর্য।এম পি বিড়লা তারামণ্ডলের মতো জায়গা, যেখানে মানুষ তারাদের সন্ধানে আসে, তারাও এখন নিরাশ। সম্প্রতি বিরল এক গ্রহ সমাগম ঘটেছিল, যেখানে সাতটি গ্রহ এক সরলরেখায় দেখা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দিগন্তরেখায় বাধা হয়ে দাঁড়াল অট্টালিকা ও গাছের সারি। কলকাতাবাসী বঞ্চিত হল এক মহাজাগতিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়া থেকে।শহরের শিশুরা আজ তারার গল্প শোনে, কিন্তু তারা দেখা হয় না। এ এক গভীর ক্ষয়! শুধু প্রকৃতির নয়, মানুষের কল্পনাশক্তিরও। যদি এখনই আলো ব্যবস্থায় সচেতনতা না আনা যায়, আগামী প্রজন্মের কাছে তারা শুধু গল্পের চরিত্র হয়েই থাকবে। আর শহরের আকাশ, হারিয়ে ফেলবে নিজের আসল রূপ।

জলবায়ু বিপর্যয় সুন্দরবনের বদলে যাওয়া জনজীবন

জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপক প্রভাব ফেলছে সুন্দরবনের জনজীবনে। এর ফলে বাড়ছে শিশুশ্রম, পাচার, বাল্যবিবাহ-সহ নানা সমস্যা। এমনটাই উঠে এসেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা আয়োগের সমীক্ষায়।সুন্দরবন-র জনবসতি বারবার বিপর্যস্ত

হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। প্রতিবার ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে উঠেছেন প্রান্তিক এলাকার মানুষেরা। কিন্তু এরই মধ্যে অনেক জীবন হয়ে পড়েছে দিশাহীন, যার সবচেয়ে বড় শিকার শৈশব।জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ জনপদ বারবার প্লাবিত হয়। এর ফলে ভেসে যায় বাড়ি-ঘর, ভেসে যায় স্কুল ভবন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে অন্যান্য জরুরি প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ও পাথরপ্রতিমা এলাকায় সমীক্ষা অনুযায়ী, জলবায়ু সংক্রান্ত বিপর্যয়ের জেরে স্কুলে ৭০ শতাংশ পড়ুয়ার হাজিরা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ২৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুল ছাড়টি অর্থাৎ স্কুল ছেড়ে দিয়েছে গত এক দশকে শুধু গোসাবায় ৫৫ শতাংশ পরিবারে বাল্যবিবাহ লক্ষ করা গিয়েছে। ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহের ৭৬টি ঘটনা সামনে এসেছে। যেসব পরিবার দুর্যোগের জেরে সর্বস্বান্ত, তারা পরিবারের কিশোরী মেয়েকে ১৪-১৫ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন শুধু খরচ কমানোর জন্য।বিয়ের সূত্রে সুন্দরবনের মেয়েরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই পাত্রের যোগ্যতা বিচার না করে তড়িঘড়ি নাবালিকা কন্যার বিয়ে সেরে ফেলেছেন অভিভাবকেরা। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ৭৩ শতাংশ নাবালিকা বিয়ের পর নানাভাবে পীড়নের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে উঠছে দুর্বিষহ। আবার নিজের এলাকায় কাজের অভাবে যারা পরিযায়ী হচ্ছেন, তাদের মাত্র ১৭ শতাংশ স্ত্রীকে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে পাড়ি দিচ্ছেন। মাত্র ৭ শতাংশ পরিযায়ী শ্রমিক তাদের শিশুকে নিয়ে যাচ্ছেন কর্মস্থলে। এর ফলে নারী ও শিশুদের একটা বড় অংশ অভিভাবকহীন, অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকছে গ্রামে।জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া সুন্দরবন গ্রিন এনভায়রনমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ফাউন্ডার সেক্রেটারি প্রণবেশ মাইতি ডিডাব্লিউকে বলেন, "২০০৯ সালে যখন আয়লা হয়, তার পরবর্তীতে ৮৫ শতাংশ মানুষ স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এর ফলে কখনো পুরো পরিবার বেরিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবন থেকে। কখনো স্বামী স্ত্রী দুজনে বেরিয়ে আসছে। বাড়ি থেকে বাবা-

মা বেরিয়ে গেলে বাচ্চাদের কৈশোর একটা হুমকির মুখে পড়ে। বাচ্চাটি বাড়ির অন্য সদস্যদের কাছে অসুরক্ষিত অবস্থায় থাকছে, এতে পড়াশোনা করতে করতে অনেক বালিকার বিয়ে হয়ে যায়। তারা সংসার করছে, কোথাও তারা পাচারের মুখে পড়ছে। জীবিকার ক্ষেত্রে যত সঙ্কট বাড়ছে, তত এই ধরনের ঘটনাও বাড়ছে।"সুন্দরবনের ৫৪টি দ্বীপে বসবাসরত মানুষজনের দুটি জীবিকা। প্রথমটা কৃষিকাজ, অন্যটা প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে বেঁচে থাকা। যেমন মাছ ও কাঁকড়া ধরা, মধু সংগ্রহ করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষ ও তার জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।চলতি সপ্তাহে শিশু সুরক্ষা আয়োগের একটি কর্মশালায় এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়। জলবায়ুর সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে আয়োগের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস ডিডাব্লিউকে বলেন, "সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের বন কমে আসছে। এর ফলে ঝড়-ঝাপটা সরাসরি এসে লাগছে স্থলভাগে। স্থলভাগ সঙ্কুচিত হচ্ছে। পরিবেশের এই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে। ক্রমশ বাড়ছে গড় তাপমাত্রা। এতে বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রের জলস্তর। এসব কারণে প্লাবিত হচ্ছে গ্রাম। সেই গ্রামের স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কৃষিজমি ভেসে যাচ্ছে। শিশুদের পড়াশোনা, খেলাধুলো যেমন বন্ধ হচ্ছে, তেমনই আর্থিক ক্ষতি বেড়ে যাওয়ায় দারিদ্র আরো প্রবল হয়ে উঠছে সুন্দরবনে। এর ফলে তারা বাড়ির নাবালিকাকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।"সুন্দরবনের বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এই সমীক্ষা। গোসাবা ব্লকের বাসিন্দা সৌমিত্র মণ্ডল ডিডাব্লিউকে বলেন,

"জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে, তাতে সুন্দরবনের দ্বীপ প্লাবিত হচ্ছে। এতে মানুষের প্রাণের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। অল্পবয়স্করা স্কুলছুট হয়ে বাইরে কাজে চলে যাচ্ছে, পাশাপাশি নারীপাচার, শিশুশ্রম বাড়ছে।" স্থানীয়ভাবে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সৌমিত্ররা সংগঠন তৈরি করেছেন।কলকাতা ও তার বাইরের একাধিক সংগঠন সুন্দরবনের সমস্যা দূর করতে কাজ করছে। শিশু সুরক্ষা আন্দোলনের কর্মী বৈতালি গঙ্গোপাধ্যায় ডিডাব্লিউকে বলেন, "সুন্দরবন এলাকায় নিয়মিতভাবে পড়ুয়াদের জন্য বই, খাতা ইত্যাদি পড়ার সামগ্রী পাঠিয়েও তাদের বেঁধে রাখা যায়নি। পরবর্তীতে তারা শিশুশ্রম বা বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে। এসবের মূলেই অর্থনৈতিক অসুবিধা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যই ঘটেছে।"সমীক্ষায় যেটুকু উঠে এসেছে তার থেকে সমস্যা গুরুতর বলেই মনে করেন । রায়দিঘি, হিঙ্গলগঞ্জ, মোল্লাখালি, গোসাবা, ক্যানিং থেকে অনেক নারী অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছেন কাজ পাওয়ার জন্য। সেসব তথ্য অনেকটা সামনে আসে না। নারীর ব্যক্তিগত জীবনেও এর প্রভাব পড়ে।বৈতালি বলেন, "প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঘরবাড়ি নিয়মিত ভেঙে পড়ে। জীবনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে, অন্য জীবনের আশায় বাইরের ছেলেদের বন্ধুত্বের হাতছানিতে তারা অন্যত্র পাড়ি দেয়। কখনো তাদের বিয়ে হয়ে যায় অল্প বয়সে, কখনো কম বয়সে গর্ভধারণ বা শিশুশ্রমের মুখোমুখি হয় তারা।" বৈতালি বলেন, "পাচারের সঙ্গে নিযুক্ত আড়কাঠিরা এই সব অঞ্চলে সক্রিয় আছে। কাজের টোপ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে নিয়মিত নারী পাচার চলছে। সরকারিভাবে সেসব তথ্য সব সময় পাওয়া যায় না। পরিবার ও স্থানীয় প্রশাসন সেটা লুকিয়ে চলে।"

ইউরোপের শহরগুলোতে তীব্র গরম ও বন্যার বিপদ বাড়ছে

২০২৪ সালে ইউরোপে রেকর্ড মাত্রায় গরম পড়েছিল, যা নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক প্রতিবেদনে আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইউরোপে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে তাপমাত্রা বাড়ছে। ইইউর কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার প্রতিবেদন বলছে, এ ধরনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মহাদেশটির লাখ লাখ মানুষ ঝুঁকির মুখে পড়ছেন।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপে চরম আবহাওয়ার ঘটনা বাড়ছে। যেমন গত অক্টোবর ও নভেম্বরে স্পেনের ভ্যালেনসিয়ায় বন্যায় ২২০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। তার ঠিক এক মাস আগে বোরিস ঝড়ে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের আটটি দেশের বিভিন্ন শহরে বন্যা হয়। এতে চার লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হন। প্রতিবেদনে এছাড়াও বলা হয়েছে, একদিকে পূর্ব ইউরোপে তীব্র তাপদাহ এবং দক্ষিণ ইউরোপে শীতকালে দীর্ঘস্থায়ী খরা দিন দেখা হচ্ছে, শহরগুলো বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে শুষ্ক ও শক্ত মাটি বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, অথচ এগুলো দ্রুত বৃষ্টির পানি শোষণ করতে পারে না। প্যারিস, মিলান ও গ্লাসগোর মতো শহরগুলো সবুজ এলাকা ও পরিবেশ ঠান্ডা রাখার সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নিতে নানা উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।"অভিযোজন অপরিহার্য। অতি অল্প তাপমাত্রা বৃদ্ধিও আমাদের জীবন, অর্থনীতি ও পৃথিবীর জন্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়," বলেন বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার প্রধান সেলেস্টে সাওলো। এতসব ঝুঁকির মধ্যেও একটি ইতিবাচক দিক হলো, ২০২৪ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইউরোপের ৪৫ শতাংশ শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সৌর, বায়ু ও বায়োমাসের মতো শক্তি উৎসগুলোর ওপর নির্ভরতা বাড়ায় ভবিষ্যতে জলবায়ু ঝুঁকি কমবে। গবেষণায় দেখা গেছে, ইউরোপের অর্ধেকেরও বেশি শহর চরম আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। (ডয়েচে ভেলে)

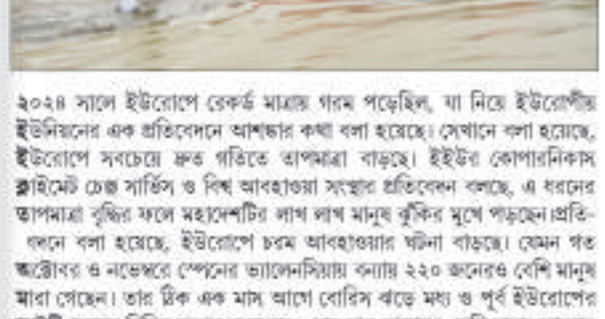

ডলফিনের সংখ্যা বাড়ছে ভাগীরথী নদীতে

আগে একটা-আধটা দেখা গেলেও এখন প্রায়শই তিন-চারটে ডলফিনের দেখা মেলে এখানে। যা খুবই সুখকর। পরিবেশের পক্ষেও অত্যন্ত ইতিবাচক। ভাগীরথীতে অনুশীলনের সময় ডলফিনের সঙ্গে সাঁতার কাটার ভিডিও ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ডলফিনকে 'মানুষের বন্ধু' বলে উল্লেখ করেন সদ্য জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারু সায়নী দাস।কালনা শহরের বারুইপাড়ার বাসিন্দা পক্ষসিন্ধু জয়ী সায়নী দাস ২০১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের অনেক আগে থেকেই কালনার ভাগীরথী নদী দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সায়নী জানান, "আট বছর ধরে কালনার ভাগীরথী নদীতে সাঁতার প্র্যাকটিস করছি। ভোরবেলায় মাঝেমধ্যেই একটা-দুটো ডলফিনের দেখা মিলত। বর্তমানে তা যেন সংখ্যায় বেড়েছে। এখন প্রায়শই তিন-চারটে ডলফিনের দেখা মিলছে। এদের যে এখনও দেখতে পাচ্ছি, এটা ভীষণ ভালো একটা দিক।" তিনি আরও জানান, "সমুদ্রে ঝাঁকঝাঁক ডলফিনের সঙ্গে সাঁতার কাটতে ভীষণ ভালো লাগে। কালনার ভাগীরথী নদীতে ডলফিনের দর্শন খুবই সুখকর। মনে হয় ওরা যেন আমার সঙ্গে খেলছে। ওপেন ওয়াটার সুইমিং-এ দীর্ঘক্ষণ একা-একা সাঁতার কাটার সময় বোরিং অনুভব করলেও ওরা যখন পাশে এসে সাঁতার কাটে তখন যেন ওদের 'বন্ধু' বলেই মনে হয়। মেন্টাল সাপোর্টের কাজ করে। তখন মনে হয় আমি একা নই। ওরাও রয়েছে আমার সঙ্গে।"উল্লেখ্য, ইংলিশ চ্যানেল-সহ পক্ষসিন্ধু জয়ী সায়নী দাসকে গত ১৭ জানুয়ারী 'তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড ২০২৩' তুলে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তারপরেই গত বৃহস্পতিবার বর্ধমানে জেলা প্রশাসন ও জিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে তাঁকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। তাঁর হাতে একটি রুপোর ট্রফি, এক লক্ষ টাকার একটি চেক-সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি 'ওশান সেভেন' জয়ের লক্ষ্যে আগামী এপ্রিল মাসে সায়নীর জিব্রাল্টার প্রণালীতে নামার আগে তাঁকে শুভেচ্ছাও জানানো হয়।

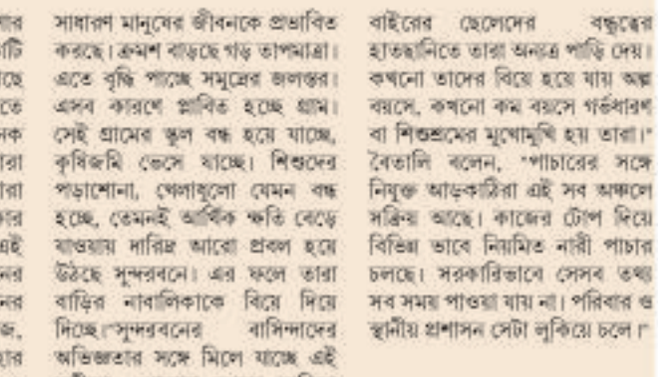

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পেগাসাস ব্যবহার ভুল নয়: সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি: জঙ্গিদের বিরুদ্ধে স্পাইওয়্যার ব্যবহারে কোনও ভুল নেই। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পেগাসাস স্পাইওয়্যারের ব্যবহার ভুল নয়। মঙ্গলবার স্পষ্টতই জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে জড়িত থাকায় পেগাসাস সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্ট কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা যাবে না। মঙ্গলবার পেগাসাস সংক্রান্ত রিট পিটিশনের শুনানিতে বলল বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ।২০২১ সালে পেগাসাস স্পাইওয়্যারের ব্যবহার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ে রিট পিটিশন। এদিন শীর্ষ আদালতে শুনানি চলাকালীন মামলাকারীদের হয়ে আইনজীবী দীনেশ দ্বিবেদী বলেন, পেগাসাস কেন্দ্র সরকার কিনেছে না কেনেননি, তা সমস্যার নয়। কিন্তু মামলাকারীদের অভিযোগ, কেন্দ্রের কাছে যদি পেগাসাস থাকে, তাহলে সেটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবে কে?পেগাসাস ব্যবহার করে ফোনে গোপনে আড়ি পাতা হতে পারে বলে বারবার অভিযোগ করে এসেছে বিরোধীরা। যদিও আইনজীবী দ্বিবেদীর বক্তব্যের জবাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "সরকার যদি এই স্পাইওয়্যার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহার করেও থাকে, তাহলে সমস্যার কী রয়েছে? স্পাইওয়্যার রাখায় কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু সেটা কার বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে, সেটা প্রশ্ন হতে পারে। দেশের নিরাপত্তাকে কখনই আপোসের জায়গায় নিয়ে যেতে পারি না আমরা।"

যদিও সংবিধান বর্ণিত নিয়ম অনুসারেই ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করা হবে বলে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। আর এক মামলাকারীর তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল মার্কিন আদালতের একটি রায় উল্লেখ করে বলেন, "ওদের আদালত আগেই বলেছিল পেগাসাসের অন্যতম ব্যবহার ভারতে দেখা গিয়েছে। এখন প্রমাণ রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের তরফে বলা হয়েছে হ্যাকের কথা।" পাল্টা আদালত বলে, "মার্কিন জেলা আদালতের রায় দেখান। ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করা উচিত। তবে এই নথি নিয়ে রাস্তায় আলোচনা করা যাবে না।" পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, "আমরা এখন যে ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি, তাতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।" কেন্দ্রের পক্ষে সওয়ালকারী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার মন্তব্য, "জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পেগাসাস ব্যবহারে আপত্তি কীসের? সন্ত্রাসবাদীদের গোপনীয়তার কোনও অধিকার নেই।" সওয়াল জবাব শেষে আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত শুনানি পিছিয়ে যায় সুপ্রিম কোর্টে।গত ২০২২ সালের ২৫ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের তরফে গঠিত টেকনিক্যাল প্যানেল পেগাসাসের অপব্যবহারের অভিযোগের তদন্তে নামে। ২৯টি সেলফোনের মধ্যে পরীক্ষা করে ৫টিতে পেগাসাসের উপস্থিতি মেলেয়। কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়েছে কি না, সেনিয়ে কিছু জানাতে পারেনি কমিটি। ২০২১ সালে ১৭টি সংবাদ সংস্থার একটি কনসোর্টিয়াম তথ্য ফাঁসের তদন্তে নেমে ৫০ হাজার ফোন নম্বরের তালিকা প্রকাশ করে। ওই সমস্ত হেভিওয়েটদের ফোন নম্বরে পেগাসাস ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে।

দাউ-দাউ করে জ্বলছে রেস্তরাঁ, ঝলসে মৃত অন্তত ২২

বেজিং: উত্তর চিনের লিয়াংওয়াঙের এক রেস্তরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ২২ জনের আহত বহু। তবে কী কারণে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চিনের শিল্পাঞ্চল বলেই পরিচিত লিয়াংওয়াংয়ে মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ আচমকাই ওই এলাকার বহুতল রেস্তরাঁয় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ওই ভবনের দুই এবং তিন তলার জানলা এবং দরজা দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা বার হাত দেখা যায় । কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় রেস্তরাঁর আশপাশ। তখন ওই রেস্তরাঁয় ছিলেন জন্য ৩০ ব্যক্তি। কেউই পালানোর সুযোগ পাননি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে দমকলবাহিনী। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। দমকল সূত্রে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ২২ জনের ঝলসানো দেহ বার করা হয় রেস্তরাঁ থেকে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

উলেখ্য, চিনের এই শিল্পতালুকে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সাধারণ প্রশিক্ষণের অভাবে বা উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের চাপে ন্যূনতম নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে থাকেন কর্মীরা। তার ফলেই আগুন লাগার মতো ঘটনা ঘটে। সেই সব অগ্নিকাণ্ডের কারণ হিসাবে উঠে আসে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, দুর্বল পরিকাঠামো, অবৈধ ভাবে রাসায়নিক পদার্থ মজুত রাখা।

কানাডায় পড়তে গিয়ে রহস্যমৃত্যু আপ নেতার কন্যার

অটোয়া: কানাডার একটি সমুদ্রসৈকতের ধার থেকে এক ভারতীয় পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম বংশিকা সাইনি (২১)। প্রায় আড়াই বছর ধরে অটোয়ায় এক কলেজে পড়াশোনা করছিলেন বংশিকা। পাঞ্জাবের দেরা বস্সির বিধায়ক কুলজিৎ সিংহ রান্ধওয়ার ঘনিষ্ঠ আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা দেবেন্দ্র সাইনির কন্যা তিনি। কলেজ লাগোয়া একটি সমুদ্রসৈকতে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তিনদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন বংশিকা। অটোয়ার ভারতীয় হাই কমিশন বংশিকার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে শোকপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অটোয়া পুলিশ।

পাঞ্জাবে স্কুলজীবন শেষ করার পর প্রায় আড়াই বছর আগে ডিপ্লোমা কোর্স পড়তে অটোয়ায় গিয়েছিলেন বংশিকা। পুলিশ সূত্রে খবর, ২৫ এপ্রিল শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ ভাড়া বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বংশিকা। সেই দিন রাত সাড়ে ১১টার পর তাঁর ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ২৬ এপ্রিল বংশিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাও ছিল। সেই পরীক্ষাতে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। এরপর থেকে পরিবার ও বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। একাধিক জায়গায় তাঁর খোঁজও নেওয়া হয়। কিন্তু বংশিকার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। নানা জায়গায় তল্লাশির পর সোমবার সমুদ্রের তীর থেকে বংশিকার দেহ উদ্ধার হয়।

বংশিকার ঘনিষ্ঠেরা জানান, সাধারণত প্রতিদিন সকালে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি।

২৫ এপ্রিলের পর থেকে বংশিকার কোনও ফোন পাননি তাঁরা। তরুণীর বাবা তথা আপ নেতা দেবেন্দ্র জানান, শুক্রবার মেয়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়। তাঁর কথায় কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেননি তিনি। অটোয়ার হিন্দি কমিউনিটি পুলিশকে এই ঘটনার দ্রুত তদন্তের আবেদন জানিয়েছে।

এই ঘটনার পর শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় হাই কমিশন জানিয়েছে, 'অটোয়ায় ভারতীয় ছাত্রী বংশিকার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে এবং স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে যে ঘটনার তদন্ত চলছে। আমরা বংশিকার পরিবারের পাশে রয়েছি। সব রকম সহায়তার জন্য আমরা প্রস্তুত। স্থানীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।' কী কারণে বংশিকার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে অটোয়া পুলিশ।

প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগে কানাডায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল আরেক ভারতীয় পড়ুয়ার। হরসিমরত রান্ধওয়া নামে ওই তরুণী ঘাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দুই গাড়িচালক ওই রাস্তা দিয়ে গুলি চালাতে চালাতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি গুলি লাগে হরসিমরতের বুকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। একের পর এক ভারতীয়র মৃত্যুতে কানাডার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

টানা চতুর্থবার কানাডার ক্ষমতায় বসতে চলেছে লিবারেল পার্টি

জাতীয় নির্বাচনে নিজ দলের বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, তাঁর দেশ কখনো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতিস্বীকার করবে না।এ নিয়ে টানা চতুর্থবার কানাডার ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছে লিবারেল পার্টি। তবে কার্নির দল একক সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে, নাকি জোট সরকার গঠন করতে হবে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।কানাডার ৩৪৩ আসনের হাউস অব কমন্সে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ১৭২ আসনে জিততে হবে।আজ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় গভীর রাতে লিবারেল পার্টির নেতা কার্নি বলেন, 'আমি কয়েক মাস ধরে যে বিষয়ে সতর্ক করে যাচ্ছি—যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ভূমি, আমাদের সম্পদ, আমাদের পানি, আমাদের দেশ নিয়ে নিতে চায়। এগুলো কেবল নিষ্ক্রিয় হুমকি নয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন, যেন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কিনে নিতে পারে। এমনটা কোনো দিনই হবে না।'যেসব মানুষ কানাডাকে নিজেদের বাড়ি মনে করেন, তাঁদের সবার নেতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কার্নি।কানাডার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কারোপ এবং দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার পর থেকে দুই মিত্র প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়।কানাডার সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও ট্রাম্পের বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাদের মধ্যে তীব্র দেশপ্রেমের জোয়ার ওঠে। এতে ভোটের আগমুহূর্তে কানাডার নির্বাচনী পরিবেশ পুরোপুরি বদলে যায়। ভোটের আগে ট্রাম্পের বক্তব্য এবং তাঁর কর্মকাণ্ড কানাডার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে ট্রাম্পের বক্তব্যের জেরে নিজের নির্বাচনী প্রচারে কার্নি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কানাডার সম্পর্কের ব্যাপক পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এতে লিবারেল পার্টির প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী কার্নির প্রতি জনসমর্থন বেড়ে যায়। ভোটের দিনও যার প্রতিফলন দেখা গেছে।মঙ্গলবার কার্নি বলেছেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতক-তার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু আমাদের কখনই এ থেকে পাওয়া শিক্ষা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। আমাদের নিজেদের দিকে নজর দিতে হবে। সর্বোপরি আমাদের একে অপরের যত্ন নিতে হবে।'সিএনএনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিটিভি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের পূর্বাভাস দিয়েছে। যদিও সিবিসি বলেছেন, এখনো এ বিষয়ে কথা বলার সময় আসেনি।কানাডার প্রধান বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী পিয়েরে পলিয়েভের নিজের হার মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, খুবই সামান্য ব্যবধানে হলেও কার্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট আসনে জিতে গেছেন।

ফের জঙ্গি হানার শঙ্কা,বন্ধ হল কাশ্মীরের ৪৮ পর্যটন স্থল

পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। জঙ্গি হানার আশঙ্কায় রাজ্যের ৮৭টি পর্যটনকেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পহেলগাঁও-য়ের মতো আরও কয়েকটি জনপ্রিয় স্থানে সন্ত্রাসবাদীদের বড়সড় হামলার পরিকল্পনা রয়েছে।গত মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ের এক রিসর্টে নির্বিচারে গুলি চালায় জঙ্গিরা, যাতে ২৬ জন বেসামরিক পর্যটক প্রাণ হারান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত জঙ্গিরা ধর্মীয় পরিচয় যাচাই করে বেছে বেছে হামলা চালায়। ঘটনায় প্রায় ৪০ রাউন্ড গুলি চলে।গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, পহেলগাঁও হামলার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেলগুলি আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফোনে আড়ি পেতে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, তাদের আরও বড় মাপের হামলার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, পর্যটকদের লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানোর ছক কষছে জঙ্গিরা।

সিন্ধুর জল আটকিয়ে বিধিভঙ্গ করেছে ভারত

আন্তর্জাতিক আদালতে যাচ্ছে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৯ এপ্রিল— পহেলগাম হত্যাকাণ্ডে সরাসরি যোগ রয়েছে পাকিস্তানের। এমন প্রমাণ পাওয়ার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ভারত। বাণিজ্য বন্ধ থেকে শুরু করে পাকিস্তানী নাগরিকদের ভারত ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। পাশাপাশি পাকিস্তানের কোমর ভাঙতে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা করেছে মোদী সরকার। সিন্ধুর জল বন্ধের আঁচ পেয়েই প্রথমে হুমকির পথে হেঁটে ভারতকে ভয় পাওয়ানোর পথে হেঁটে কোনও লাভ না পেয়ে এবার আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের এক মন্ত্রী সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, এই চুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যাদের বড় ভূমিকা ছিল, সেই বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকতে চলেছেন তারা। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালত এবং আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও ভেবেছে ইসলামাবাদ। পহেলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ করেছে ভারত সরকার। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আপাতত সামগ্রিক ভাবে তা স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতের এই পদক্ষেপকে ভিয়েনা চুক্তির বিধিভঙ্গ হিসাবে দাবি করেছে ইসলামাবাদ।

সোমবার পাকিস্তানের আইন এবং বিচার প্রতিমন্ত্রী আকিল মালিক জানান, সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে তিনটি আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আইনি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।' খুব শীঘ্রই আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছেন পাক মন্ত্রী। ভারতের তরফে অবশ্য এখনও পর্যন্ত পাল্টা কিছু বলা হয়নি।

আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় টানা ন'বছর আলোচনার পরে ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সই হয়েছিল ভারত-পাক সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান চুক্তি করেছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় সই হওয়া ওই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী, সিন্ধু এবং তার দুই উপনদী, বিতস্তা (ঝিলম) ও চন্দ্রভাগার (চেনাব) জলের উপরে পাকিস্তানের অধিকার ও কর্তৃত্ব থাকবে। ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তিন উপনদী— বিপাশা (বিয়াস), শতদ্রু (সাটলেজ) এবং ইরাবতী (রাভি)-র জল।

সামগ্রিক ভাবে সিন্ধু এবং তার উপনদীগুলির মোট জলের উপর পাকিস্তানের অধিকার প্রায় ৮০ শতাংশ। ভারতের মাত্র ২০ শতাংশের সামান্য বেশি।চুক্তির শর্ত বলছে, ভারত বা পাকিস্তান নিজেদের প্রয়োজনে ওই জল ব্যবহার করলেও কোনও অবস্থাতেই জলপ্রবাহ আটকে রাখতে পারবে না।

ভারত চুক্তি স্থগিত রাখায় পাকিস্তানের পঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে জলসেচ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। যার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কৃষিতে। সে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হতে পারে। কারণ, সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির জলের উপরেই পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ কৃষি নির্ভরশীল।

গাজায় 'লাইভ স্ট্রিমিং করে' গণহত্যা

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ অ্যামনেস্টির

মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অভিযোগ করেছে, গাজার ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত গণহত্যা চালানো হচ্ছে এবং এর শতভাগ দায় ইসরায়েলের।মঙ্গলবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে এএফপি।প্রতিবেদনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অভিযোগ করেছে, ইসরায়েল নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে গাজাবাসীদের তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ওই অঞ্চলে ভয়াবহ মানবিক সংকট সৃষ্টি করেছে। অবশ্যদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তারা সামাজিক মাধ্যমে লাইভ স্ট্রিমিং করে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে ও গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ইসরায়েল গাজার ফিলিস্তিনিদের নির্মূলের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে, যা গণহত্যার সমতুল্য।'

অ্যামনেস্টি, অন্যান্য অধিকার সংস্থা ও কয়েকটি দেশ একই অভিযোগ আনলেও গাজায় 'গণহত্যা' চালানোর অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে ইসরায়েল।২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণ সীমান্তে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের যোদ্ধারা হামলা চালায়। ওই হামলায় এক হাজার ২১৮ জন নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক মানুষ।পাশাপাশি, হামাসের হাতে বন্দি হন ২৫১ জন ব্যক্তি, যাদের ৫৮ জন এখনো গাজায় আছেন বলে ধারণা করা হয়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ভাষ্য, তাদের মধ্যে ৩৪ জন ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন।

এই হামলার প্রতিশোধ নিতে সেদিনই গাজায় নির্বিচার ও গণহত্যামূলক হামলা শুরু করে ইসরায়েল। মাঝে দুই দফায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি চালু থাকলেও দেড় বছরের বেশি সময় ধরে চলমান এই হামলায় অন্তত ৫২ হাজার ২৪৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অ্যামনেস্টির মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড প্রতিবেদনের ভূমিকায় বলেন, '২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অপরাধ করে এবং ২৫০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে জিম্মি করে। এর পর থেকেই লাইভ স্ট্রিমিংয়ে প্রচারিত (ইসরায়েলি) গণহত্যার দর্শক হতে বাধ্য হচ্ছে সারা বিশ্ব।' 'যখন ইসরায়েল হাজারো ফিলিস্তিনিকে হত্যা করছে, কয়েক প্রজন্মের মানুষসহ সমগ্র পরিবারকে নির্মূল করছে, বাড়িঘর, জীবন-জীবিকা, হাসপাতাল ও স্কুল ধ্বংস করছে, তখন গোটা বিশ্ব ক্ষমতাহীন হয়ে তা চেয়ে চেয়ে দেখেছে', যোগ করেন তিনি।অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক অভিযান গাজার বেশিরভাগ ফিলিস্তিনিকে 'বাস্তুচ্যুত, গৃহহীন, ক্ষুধার্ত করেছে এবং প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্তের ঝুঁকিতে ফেলেছে। তাদেরকে চিকিৎসা সেবা, বিদ্যুৎ ও খাওয়ার পানি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, তারা ২০২৪ সালের পুরো সময়টায় 'ইসরায়েলের একাধিক যুদ্ধাপরাধের বিস্তারিত তথ্য নথিবদ্ধ করেছে, যার মধ্যে আছে বেসামরিক মানুষ ও স্থাপনায় সরাসরি হামলা এবং সার্বিকভাবে, নির্বিচার ও মাত্রা ছাড়ানো হামলার ঘটনা।'

ইসরায়েলের অভিযান ১৯ লাখ ফিলিস্তিনিকে তাদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে, যা গাজার জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের সমান। তারা 'জেনেবুঝে এক নজিরবিহীন মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।'

পশ্চিমা দেশগুলোর রাজধানীতে জনমানুষ সড়কে নেমে প্রতিবাদ জানালেও, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার একক ও সমষ্টিগত ভাবে (ইসরায়েলের) এসব নিন্দনীয় উদ্যোগ থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন কী, যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতেও তারা অনেক দেরি করেছে।'

পাশাপাশি, অ্যামনেস্টি অধিকৃত পশ্চিম তীরেও ইসরায়েলি অভিযানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আগেও অ্যামনেস্টি অভিযোগ করেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার যেভাবে দেশটির স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'বর্ণবাদ' চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, একইভাবে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের 'অক্ষুণ্ন' হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে।

এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনেও একই অভিযোগ করেছে সংস্থাটি। 'ইসরায়েলের অবলম্বন করা নীতির ফলে অধিকৃত পশ্চিম তীরে সহিংসতা বাড়ছে। আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং প্রশাসনের ইন্ধনে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের হামলার মাত্রাও নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।

অ্যামনেস্টির মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের পরিচালক হেবা মোরায়েফ 'গত এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিদিন গাজার ফিলিস্তিনিরা যে ভয়াবহ পর্যায়ের দুর্দশার শিকার হয়েছে' তার নিন্দা জানা। তিনি মন্তব্য করেন, 'এই গণহত্যা বন্ধে গোটা বিশ্ব অপারগতা প্রকাশ করেছে এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির অভাব দেখিয়েছে।'

মোদির মুন্ডুহীন ছবি পোস্ট কংগ্রেসের

কংগ্রেস পাকিস্তানের সমর্থক। এদের লস্কর ই পাকিস্তান বললেও ভুল বলা হবে না'। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর সোশাল মিডিয়ায় মোদিকে কটাক্ষের পালটা এই ভাষাতেই বিরোধী দল কংগ্রেসকে একহাত নিল বিজেপি।পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অনুপস্থিতিকে আক্রমণ শানাতে সোশাল মিডিয়ায় একটি মোদির মুন্ডুহীন একটি ছবি শেয়ার করে কংগ্রেস। যার মাথাতে লেখা 'গায়েব' অর্থাৎ নিখোঁজ। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'দায়িত্বের সময় অদৃশ্য'। কংগ্রেসের এই পোস্টারকে হাতিয়ার করে পাকিস্তান।

প্রাক্তন পাক মন্ত্রী ফাওয়াদ আহমেদ হুসেন চৌধুরী এই পোস্ট শেয়ার করে লেখেন, 'গাধার মাথা থেকে শিং হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনেছিলাম। এখানে মোদি নিজেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। দুষ্টু কংগ্রেস।' এক্স হ্যান্ডেলে এমন পোস্ট নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই পালটা কংগ্রেসকে একহাত নেয় বিজেপি।

মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেসের ওই সোশাল মিডিয়া পোস্ট তুলে ধরেন বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। এবং তোপ দেগে বলেন, 'কংগ্রেস পাকিস্তানের সমর্থক'।

তিনি বলেন, "আমাদের দেশে একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে, তাদের যদি আমরা লস্কর ই পাকিস্তান কংগ্রেস বলি তবে ভুল বলা হবে না। কংগ্রেস সোশাল মিডিয়ায় মোদির যে ছবি শেয়ার করেছে তাতে পাকিস্তানকে

জোরালো বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, ওদের (পাকিস্তান) সমর্থক মিরজাফররা এখানে রয়েছে। 'সর তান সে জুদা' (শরীর থেকে মাথা আলাদা) আজ লস্কর ই পাকিস্তান কংগ্রেসের আদর্শে পরিণত হয়েছে।

রাহুল গান্ধীর নির্দেশে এই পোস্ট করা হয়েছে। এই পোস্ট দেশবাসীর জন্য লজ্জার। এই কঠিন সময়ে ভারতকে দুর্বল করার জন্য লস্কর ই পাকিস্তান কংগ্রেসের এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা।"

পোস্টারকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হতেই এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর সর্বদল বৈঠকে অনুপস্থিতি ও সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানিয়ে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী সর্বদল বৈঠকে কেন উপস্থিত ছিলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। আমরা ২২ এপ্রিল মোদির উপস্থিতিতে সর্বদল বৈঠকের দাবি জানিয়েছিলাম।

প্রধানমন্ত্রীর উচিত সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই বিষয়ে আলোচনা করা এবং ঠিক কী হয়েছে তা জানানো। এখানে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। কংগ্রেসের একটাই নীতি তা হল, এই কঠিন সময়ে একজোট হওয়া।" উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই এইন ইস্যুতে বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস প্রধান মল্লিকার্জুন খাড়গে।

বৈভবের গর্বে গর্বিত বাবা ও মা

জয়পুর জয়পুরের মাঠে সোমবার মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সী রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশীর বিধ্বংসী ব্যাটিং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলকে অবাক করে দিয়েছে। রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাত টাইট্যান্সের খেলায় বৈভবের ব্যাট থেকে ৩৮ বলে ১০১ রান এসেছে। সবচেয়ে কমবয়সী ক্রিকেটার হিসাবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই নজির গড়েছেন তিনি। অর্থাভাবে একটা সময়ে ছেলের ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন শেষ হতে বসলেও হাল ছাড়তে দেননি বাবা। নিজের শেষ সম্বল, একফালি জমি বিক্রি করে ছেলের স্বপ্নপূরণে পাশে থেকেছেন তিনি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করা সেই ছেলে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই আলোড়ন ফেলে দিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। ছেলের এই কৃতিত্বে গর্বিত বাবা ও মা।

ছেলের এই ঝোড়ো ব্যাটিং দেখে বাবা সঞ্জীব বলছেন, 'বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা আমরা। সেখান থেকে ১০০ কিলোমিটার যাত্রা করে পাটনায় এসে প্রত্যেকদিন ৬০০টি বল খেলত বৈভব। ১৬-১৭ বছর বয়সি নেট বোলারদের সামলে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করত। নেট বোলাররা যাতে বেশি করে প্র্যাকটিস করে, তাই তাদের জন্য বাড়তি খাবার নিয়ে আমি নিজেই যেতাম।' তিনি আরও বলেন, ভোর চারটের সময়ে উঠে বৈভবের জন্য প্রতিদিন খাবার বানিয়ে দিতেন তার মা। আমরা চাই ও দেশের নাম আরও উজ্জ্বল করুক।' বৈভবের বাবা সঞ্জীব ও মা আরতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের কোচ রাহুল দ্রাবিড়কেও। সঞ্জীব বলছেন, আমি রাহুল স্যার ও রাজস্থান ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ দিতে চাই। রাহুল স্যার আলাদা করে ওকে আলাদা করে অনুশীলন করিয়েছেন। তাই এই শতরান তারই ফসল। বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা উঠে এসেছে বৈভবের কণ্ঠেও। এই রেকর্ড গড়ার পর বৈভব বলেছেন, 'আমি আজ যেখানে, সেটা বাবা-মায়ের আশীর্বাদে। ঈশ্বর আমার পাশে ছিলেন বলেই সাহস পেয়েছি খেলার মাঠে। যদিও দ্রাবিড়ের পাশাপাশি ভিভিএস লক্ষ্মণেরও অবদান রয়েছে বৈভবকে আইপিএলে আনার জন্য। মহা নিলামে ১.১ কোটি টাকা দিয়ে তাকে কিনে নেয় রাজস্থান। এমনকি দেখা গেছে শতরান করার পরে কোচ দ্রাবিড় উঠে দাঁড়িয়ে বৈভবকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আইপিএলে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান তারকা ক্রিস গেইলের। তিনি ৩০ বলে শতরান করেছিলেন। এবার গেইলের পরেই নিজের নামটা খোদাই করে ফেলল বৈভব। ইশান্ত শর্মা-মহম্মদ সিরাজের মতো অভিজ্ঞ বোলারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছে বৈভব। কিশোর বৈভবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শচীন তেণ্ডুলকর থেকে যুবরাজ সিং, ইউসুফ পাঠান সহ আরও অনেকে।

নীতীশ কুমার ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক দিচ্ছেন বৈভবকে

পাটনা আইপিএল ক্রিকেটে বিহারের কিশোর ছেলে বৈভব সূর্যবংশী প্রথম শতরান করার কৃতিত্ব দেখানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার অভিনন্দন জানাতে ভুল করেননি। সেই সঙ্গে বৈভবের কৃতিত্বে তাকে ১০ লক্ষ আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি।।

গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ওপেন করতে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তোলে বৈভব। ১৪ বছরের বৈভবকে কোনওভাবেই থমকে দিতে পারেননি অভিজ্ঞ বোলার মহম্মদ সিরাজ, ইশান্ত শর্মা ও রশিদ খানরা। তাঁদের বল অনায়াসে খেলেছে সূর্যবংশী। তার দাপটে তৈরি হয়েছে একাধিক রেকর্ড। ক্রিকেটপ্রেমীরা মুগ্ধ সূর্যবংশীকে দেখে। মুগ্ধ বিহারের মুখ্যমন্ত্রীও। মুখ্যমন্ত্রী আশা করেন, আগামী দিনে বৈভব অনেক বড় ক্রিকেটার হবে। তারকা ক্রিকেটারদের পাশে তার নাম উজ্জ্বল হবে। শতরান করতে গিয়ে বৈভব ৩৮টি বল খেলেছেন। তার মধ্যে ১১টি ছক্কা ও সাতটি বাউন্ডারি রয়েছে। বৈভবের দাপটে ৮ উইকেটে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে রাজস্থান।

গোয়াকে হারাতে তৈরি মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি সুপার কাপ ফুটবলের শেষ চারের খেলায় বুধবার মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস মুখোমুখি হচ্ছে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। অবশ্যই সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের কাছে এই ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোচ বাস্তব রায়ের প্রশিক্ষণে মোহনবাগান শিবিরের সব ফুটবলাররা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। এককথায় বলা যায় ফুরফুরে মেজাজে ফুটবলাররা প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য তৈরি রয়েছেন। কেউই ভাবতেই পারছেন না মোহনবাগান দলের তরুণ ফুটবলারদের আধিপত্যই বেশি। তাঁরা যে আগামী দিনে তারকা ফুটবলার, তা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে লড়াইয়ের মানসিকতা দেখে। অধিনায়ক দীপক টাংরি, দীপেন্দু বিশ্বাস থেকে শুরু করে সাহাল আবদুল সামাদ, আশিফ কুরুনিয়ন এবং মহম্মদ সালাউদ্দিন ও সুহেল ভাটরা অপেক্ষায় রয়েছেন গোয়ার মতো শক্তিশালী দলকে পরাস্ত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করার জন্য। সেই কারণে খেলার প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষ দলকে চাপে রাখাই প্রধান লক্ষ্য। তবে গোয়ায় বেশ কয়েকজন ফুটবলার রয়েছেন, যাঁরা মোহনবাগানের মতো দলকে লড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন। বিশেষ করে যে দলে উদান্ত সিংয়ের মতো ফুটবলার রয়েছেন, এটা মনে রাখতে হবে।

কোচ বাস্তব রায় বলেছেন, গোয়ার বিরুদ্ধে অবশ্যই কৌশলগতভাবে খেলতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের দলে তরুণ ফুটবলাররা যেভাবে আক্রমণে ঝড় তুলছেন, তা অবশ্যই প্রশংসা করার মতো। এই ধারাকে যদি ধরে রাখতে পারেন ফুটবলাররা, তাহলে জয় নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই অভিজ্ঞ ফুটবলাররা বার্তা পাঠিয়েছেন মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলারদের কাছে।

তাঁদের অভিমত, ফুটবলের রণক্ষেত্রে কাউকেই ছেড়ে কথা বলা যাবে না। প্রতিপক্ষ দলের আক্রমণের উৎস নষ্ট করে দিতে হবে অঙ্কুরেই। তাহলেই খুব সহজেই প্রতিপক্ষ দলের রক্ষণভাগকে এলোমেলো করে দেওয়া সম্ভব হবে। গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ বলেছেন, সবুজ-মেরুনের তরুণ ব্রিগেড দুরন্ত ফুটবল খেলছে।

মানসিক দিক দিয়ে তাঁরা অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। তাই হালকা চালে খেলার কোনও জায়গা নেই।

ট্রফি ফেরত চেয়ে চার্চিলকে চিঠি ফেডারেশনের

আই লিগের নাটক থামছে না। লিগ টেবিলের হিসেবে চ্যাম্পিয়ন চার্চিল ব্রাদার্স। কিন্তু সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন কে, সেই মামলা ঝুলে ক্রীড়া আদালতে। এর মধ্যে চার্চিলকে ট্রফি দিয়েও দিয়েছে ফেডারেশন। কিন্তু তার দুদিনের মধ্যেই ট্রফি ফেরত চেয়ে চার্চিলকে চিঠি দিল ফেডারেশনই। এই বিষয়ে চার্চিল ব্রাদার্সের মালিক আলেমাও চার্চিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় সংবাদ প্রতিদিনের তরফ থেকে।

এই নাটকের দৃশ্য-অঙ্ক বুঝতে হলে একটু পিছনে ফিরতে হবে। লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে ছিল ইন্টার কাশী। কিন্তু নামধারী এফসি'র বিরুদ্ধে হেরে যাওয়া ম্যাচে তিন পয়েন্ট প্রাপ্য বলে দাবি তাদের। অভিযোগ, ওই ম্যাচে 'অবৈধ প্লেয়ার' খেলিয়েছিল নামধারী। বিষয়টা শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি পর্যন্ত গড়ায়। সেখানে তিন পয়েন্ট পেলে চ্যাম্পিয়ন হবে ইন্টার কাশীই। অ্যাপিল কমিটির স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও ফেডারেশন চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে চার্চিলকে। এমনকী ট্রফিও তুলে দেওয়া হয়।

ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইন্টার কাশী কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট বা ক্রীড়া সালিশি আদালতের দ্বারস্থ হয়। এই আদালতই ফেডারেশনের সিদ্ধান্তকে স্থগিতাদেশ দেয়। সুতরাং এখনই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন বলা যাবে না চার্চিল ব্রাদার্সকে। ইন্টার কাশীর তরফ থেকেও বলা হয়, 'আমরা একটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ রায়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

গার্দিওলার কাছে খোলা চিঠি সিটি সমর্থকদের

কোচের কাছে সমর্থকদের কী চাওয়া থাকে? দল ম্যাচের পর ম্যাচ জিতবে, জিতবে শিরোপার পর শিরোপা। পেপ গার্দিওলা সিটি সমর্থকদের সেই চাওয়া ভালোভাবেই পূরণ করেছেন। টানা চারবার সিটিকে প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি জিতিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন করেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগেও। এবার সেই গার্দিওলার কাছে নতুন দাবি জানিয়েছেন দলটির সমর্থকেরা। স্প্যানিশ কোচকে চিঠি লিখে তাঁরা দাবি করেছেন, স্প্যানিশ কোচ যেন ইতিহাদে টিকিটের দাম কমাতে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন।চিঠিটা

লিখেছে ১৮৯৪, এমসিএফসি ফুড ব্যাংক সাপোর্ট, সলিড সিটিজেন্স ও ট্রেড ইউনিয়ন ব্লুজ নামের কয়েকটি সিটি সমর্থক গোষ্ঠী। পরশু সেমিফাইনালে নটিংহাম ফরেস্টকে হারিয়ে সিটি এফএ কাপের ফাইনালে ওঠার পর গার্দিওলাকে চিঠি লিখেছে তারা।চিঠিতে গার্দিওলাকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে, 'পেপ, আরেকবার আমাদের ওয়েম্বলির ফাইনালে নিয়ে যাওয়ায় অভিনন্দন। ফরেস্ট ম্যাচের আগে আপনি বলেছেন, সমর্থকেরা অর্থনৈতিকভাবে চাপে আছে। আপনি যে সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন ও সমর্থকগোষ্ঠীকে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে সরব হতে বলেছেন, সে কারণে আমরা আপ্লুত।'

গার্দিওলাকে ধন্যবাদ জানানোর পর নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা লেখে তারা, 'এটা মনে রেখেই আমরা আপনাকে আর একটা উপকার করে দেওয়ার অনুরোধ করব। ক্লাবে আপনার সুহৃদরা অনেক ভালোকিছু করেছেন। আপনি কি দয়া করে তাঁদের আরেকটি ভালো কাজ করতে বলতে পারেন? আপনি কি আপনার প্রিয় বন্ধু ক্লাবের প্রধান নির্বাহী ফেরান সোরিয়ানোর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবেন?'শুধু টিকিটের দাম কমানোই নয়, সিজন টিকিট বাড়ানোর দাবিও জানিয়েছে তারা, 'আগামী মৌসুমে স্টেডিয়ামে দর্শক ধারণক্ষমতা আট হাজার বাড়ছে। সমর্থকদের চাওয়া ক্লাব যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের ঐতিহ্যের খাতিরে কিছু সিজন টিকিটের ব্যবস্থা করে। সিজন টিকিটধারীদের সংখ্যা দিন দিন কমছেই। সমর্থকেরা খেলা দেখতে মাঠে যেতে না পারলে উচ্চ মূল্যের কারণে টিকিটগুলো পুনর্বিক্রিও করতে পারে না।'

গ্যালারিঠাসা দর্শকের সমর্থন পেতে যে টিকিটের দাম কমানোর বিকল্প নেই, সেটি গার্দিওলাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তারা, 'আপনার মতো আমাদেরও চাওয়া শক্তিশালী একটি ক্লাব, যে ক্লাবের স্টেডিয়াম দর্শকের চিৎকারে গমগম করতে থাকবে। উত্তর গ্যালারির সংস্কারকাজ সেই সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ক্লাব যদি নতুন করে না ভাবে, তবে আপনি যে পরিবেশ চান, সেটি পাবেন না।'এ বছর সিটির সমর্থকেরা বেশ কয়েকবারই নানা বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। ২ এপ্রিল লেস্টারের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম মিনিটে তো ইতিহাদে কনকোর্সে অবস্থান করে প্রতিবাদ জানান কয়েক হাজার সমর্থক।

আট দিন পর সিটি কর্তৃপক্ষ সিজন টিকিটের সর্বোচ্চ মূল বেঁধে দেয়।এ সপ্তাহে সমর্থকগোষ্ঠীর সঙ্গে বসার কথা রয়েছে ক্লাবের। সেখানেই আলোচনা হবে টিকিটের মূল্য ও সিজন টিকিট নিয়ে।

মাঠে রেগে গেলেন মেসি

মায়ামি কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে হেরে যায় ইন্টার মায়ামি। ওই ম্যাচে হারের পর লিওনেল মেসিকে দেখা গেল উত্তেজিত হলেন এক সমর্থকের উপর। সেই সমর্থক মেসিকে পর্তুগালের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জার্সি দেখাচ্ছিলেন। তাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন ইন্টার মায়ামির অধিনায়ক মেসি। অন্য সময় রোনাল্ডো খারাপ খেললে দর্শকদের তরফ থেকে তাঁকে মেসির নাম নিয়ে রাগাতে দেখা গিয়েছে। রোনাল্ডো রেগেও যেতেন। তেমনই এই পরিস্থিতিতে এবার পড়তে হল মেসিকে। সাধারণত সেইভাবে মাঠে মেসিকে রাগতে দেখা যায় না। কিন্তু ওই সমর্থক রোনাল্ডোর জার্সি দেখানোর পর মেসিকে বলতে শোনা যায়, 'ওঁকে দেখতে হলে আরবে যাও।' উল্লেখ্য, বর্তমানে রোনাল্ডো সৌদি আরবের ফুটবল লিগে আল-নাসের দলের হয়ে খেলেন। ম্যাচে ভ্যানকুভারের বিরুদ্ধে মায়ামি ০-২ গোলে হেরে যায়। দ্বিতীয় লেগের খেলায় মেসিদের কমপক্ষে ৩ গোলের ব্যবধানে জিততেই হবে, তা না হলে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র পাবেন না মেসিরা।

ব্রাজিলের দায়িত্বে আন্সেলোত্তি, বিদায়ের দিনক্ষণ ঠিক রিয়াল মাদ্রিদের!

রিয়াল মাদ্রিদের অধ্যায় প্রায় শেষ আন্সেলোত্তির। আর তারপরই ব্রাজিলের কোচ হওয়ার দরজা মোটামুটি খোলা তাঁর জন্য। শোনা যাচ্ছে, সেলেকাওদের সঙ্গে মৌখিক কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছে আন্সেলোত্তির। কিন্তু কবে রিয়াল বিদায় জানাবে তাঁকে?চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় ঘটেছে রিয়াল মাদ্রিদের। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের কাছে দুই পর্ব ৫-১ গোলে হেরেছে লস ব্ল্যাঙ্কোসরা। আন্সেলোত্তির পরিকল্পনা নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়েছে। তারপর আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে হেরে হাতছাড়া হয়েছে কোপা দেল রে ট্রফি। লা লিগায় বার্সেলোনার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে।শোনা যাচ্ছিল, আন্সেলোত্তিকে দ্রুত ছাঁটাই করতে চায় রিয়াল। বিশেষ করে কোপা দেল রে ফাইনালের পর কবে রিয়াল সেই সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা নিয়ে প্রবল চর্চা হচ্ছিল। তবে এখনই আন্সেলোত্তিকে বিদায় জানাচ্ছে না তারা। লা লিগা জেতার পরই কোচের পদ ছাড়বেন তিনি। যেহেতু এখনও লা লিগা জেতার সম্ভাবনা আছে, তাই কোনও তাড়াহুড়ো করতে চান না ফ্লোরেন্তিনো পেরেজরা। তাছাড়া আন্সেলোত্তির অধীনে রিয়ালের সাফল্যও কম নয়। ফলে 'অপমান' করে নয়, 'সংবর্ধনা' দিয়েই বিদায় তাঁকে বিদায় জানাতে চায় রিয়াল।এদিকে ১৪ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। ব্রাজিল চাইছে যেভাবেই হোক, তার আগে আন্সেলোত্তিকে দায়িত্ব দিতে। যেখানে আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। সেখানে দক্ষিণ আমেরিকার গ্রুপে ব্রাজিল রয়েছে চতুর্থ স্থানে। ফলে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ তো আছেই। কিন্তু জুনের মধ্যে যদি আন্সেলোত্তি যদি ব্রাজিলের কোচ হয়ে যান, তাহলে ক্লাব বিশ্বকাপে রিয়ালের দায়িত্ব থাকবেন কে? সেক্ষেত্রে সান্তিয়াগো সোলারি থেকে কাস্তিয়ার কোচ কিংবদন্তি রাউল গঞ্জালেজ, অনেকের নামই উঠে আসছে।

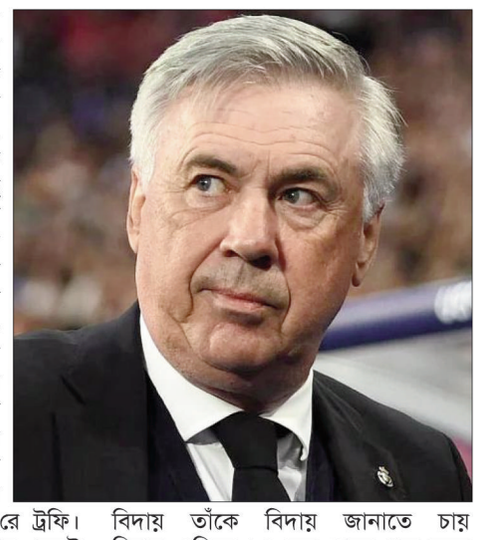

ধাওয়ানকে খোঁচা আফ্রিদির

ভারত বিরোধিতায় আরও নির্লজ্জ শাহিদ আফ্রিদি। এবার বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের পাকিস্তানে আটকে পড়ে যাওয়া প্রসঙ্গ তুলে শিখর ধাওয়ানের পোস্টে গিয়ে ভারতীয়দের খোঁচা দিয়ে এলেন তিনি। ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রাক্তন পাক অধিনায়কের কটাক্ষ, "বেশি তর্ক করে লাভ নেই। চলো তোমাকে চা খাই।"

পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছেন আফ্রিদি। এর আগে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বলেন, "ভারতে বাজি ফাটলেও দোষ চাপানো হয় পাকিস্তানের ঘাড়ে। কাশ্মীরে প্রায় ৮ লক্ষ সেনা আছে। তা সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটেছে। এর অর্থ, তারা এতটাই নিষ্কর্মা আর অপদার্থ যে, সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি।" আফ্রিদির সেই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ গোটা ভারত। ক্রিকেটমহল থেকেও ওই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা শোনা যাচ্ছে।

প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানও আফ্রিদির মন্তব্যে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। ১৯৭১ মনে করিয়ে ধাওয়ান আফ্রিদির উদ্দেশে লেখেন, "কদিন আগে কার্গিলেও তো হারালাম। এত নিচে নেমে গেছ, আর কতটা নামবে? তাই উলটো পালটা মন্তব্য না করে নিজের দেশের উন্নতিতে মনোনিবেশ করো। আমারা ভারতীয় সেনার জন্য গর্বিত।" ধাওয়ানের এই সপাট জবাব ঠিক হজম হয়নি আফ্রিদির। এবার একেবারে নিম্নরুচিতে নেমে গিয়ে জবাব দিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। আফ্রিদির

ধাওয়ানের সেই পোস্টে গিয়ে মন্তব্য করেন, "এসব হারজিতের কথা ছাড়ো। চলে তোমাকে এক কাপ চা খাওয়াই।"

কেন চা পানের কথা বললেন ধাওয়ান? আসলে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক কৌশলে মনে করিয়ে দিলেন ২০১৯ সালের বালাকোট এয়ারস্ট্রাইকের পর বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের পাকিস্তানে আটকে যাওয়া প্রসঙ্গ। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জম্মু থেকে শ্রীনগরের যাওয়ার পথে সিআরপিফ-এর কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠী। ওই বিস্ফোরণে শহিদ হন ৪০ জন জওয়ান। ১২ দিনের মাথায় আকাশপথে পাকিস্তানের বালাকোটে ঢুকে জইশের জঙ্গিঘাঁটিতে পালটা হামলা চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। ধ্বংস করে দেয় বেশ কয়েকটি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর আকাশপথে ভারতে ঢুকে পালটা হামলার চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান এফ-১৬। যদিও ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের সেই পরিকল্পনা সফল হতে দেয়নি। উইং কমান্ডার অভিনন্দন মিগ-২১ নিয়ে পাক যুদ্ধবিমানটিকে ধাওয়া করে সেটিকে ধ্বংস করে দেন। কিন্তু অধিকৃত কাশ্মীরে তাঁর বিমানটি ভেঙে পড়ে। অভিনন্দনকে বন্দি করে সে দেশের সেনা। সেসময় পাক সেনা আধিকারিকদের হেফাজতে অভিনন্দনের চা খাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেই পর্বের কথাই মনে করালেন আফ্রিদি।

স্পেনে ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বার্সেলোনা-ইন্টারের ম্যাচ নিয়ে শঙ্কা

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েছে ইউরোপের দুই দেশ স্পেন ও পর্তুগালের মানুষ। গতকাল (২৮ এপ্রিল) থেকেই এই সমস্যায় ভুগছে এই দুই দেশ।এমন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে বন্ধ হয়ে যায় দুই দেশের বিমান চলাচল। থেমে গেছে গণপরিবহন এবং হাসপাতালে জরুরি ছাড়া অপারেশন স্থগিত করা হয়। যদিও পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হতে শুরু করেছে, তবে এখনও স্বাভাবিক হয়নি। আর এমন অবস্থায় বুধবার (৩০ এপ্রিল) রাতে বার্সেলোনার মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি হবে কি না, তা নিয়েও শঙ্কা জেগেছে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগের খেলা মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ সময় বুধবার (৩০ এপ্রিল) রাতে। সে কারণে আজ বিকেলে বার্সেলোনায় যাওয়ার কথা ইন্টার মিলানের। তবে স্পেনের যে পরিস্থিতি, তাতে ইতালিয়ান ক্লাবটি আজই বার্সেলোনায় যাবে কি না, তাও নিশ্চিত নয় এখনও। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অসংখ্য মানুষ আছে ভোগান্তির মধ্যে। অতিথিরাও আছেন বেশ ভোগান্তিতে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে স্পেনের অনেক

জায়গাতেই ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এমন পরিস্থিতিতে ইন্টার মিলান আজই বার্সেলোনায় যাবে কি না তা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। সোমবার (২৮ এপ্রিল) মাদ্রিদ ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে গ্রিগর দিমিত্রভ ও জ্যাকব ফার্নলির ম্যাচ দ্বিতীয় সেটের সময় স্থগিত হয়ে যায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে। তখন দিমিত্রভ এগিয়ে ছিলেন ৬-৪, ৫-৪ গেমে। এরপর অন্য ম্যাচগুলোও বাতিল করা হয়। বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগের খেলা হওয়ার কথা রয়েছে বার্সেলোনার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। তবে এ ম্যাচ স্বাভাবিকভাবে আয়োজন করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে আছে শঙ্কা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, আজ রাতের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ম্যাচটা বাতিলও হয়ে যেতে পারে। তবে গত রাত থেকে বার্সেলোনা ও মাদ্রিদের কিছু অংশে বিদ্যুৎ ফিরতে শুরু করেছে, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।